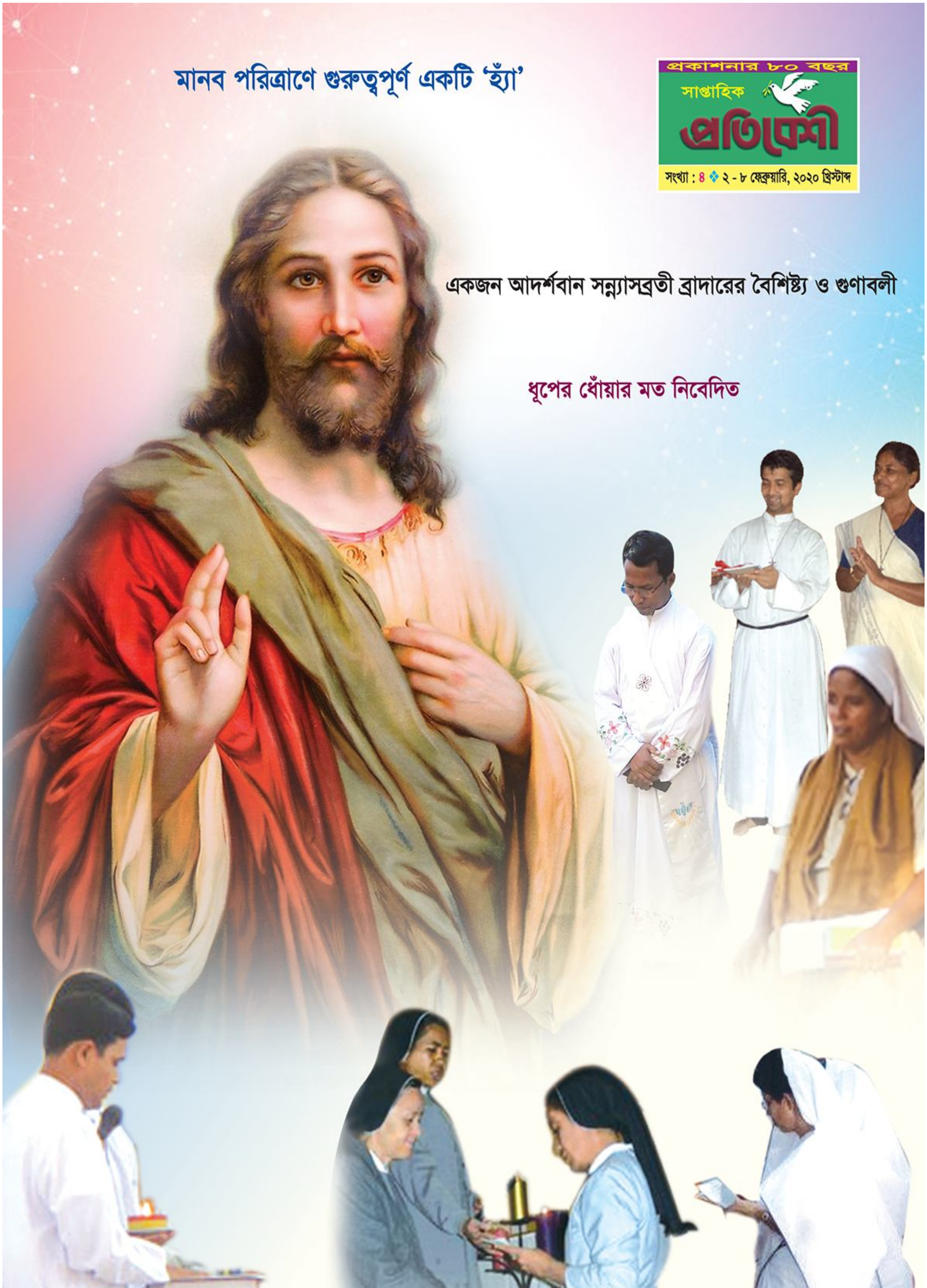
মানব পরিত্রাণে গুরুত্বপূর্ণ একটি ‘হ্যাঁ’
প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪ ❖ ২ - ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
একজন আদর্শবান সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী
ধূপের ধোঁয়ার মত নিবেদিত

প্রয়াত অরুণ ফ্রান্সিস রোজারিও'র পঞ্চম প্রয়াণ দিবস

জন্ম : ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ
মৃত্যু : ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ
বোয়ালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর ।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে । এ জীবণ পুণ্য করো ...

২০২০ সাল । তোমাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলার পঞ্চম বছর । ২০১৫ সালের এই দিনে আমাদের প্রাণের উচ্ছ্বাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল তোমার চলে যাবার মাধ্যমে । তবু বিশ্বাস করি আগুনের শিখার মতোই আলোর পথ দেখিয়ে আমাদের পাশে আছো তুমি - নিরবে, নিভৃতে ।

তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন তোমার শেখানো পথে চলতে পারি এবং স্বর্গধামে একদিন তোমার সাথে মিলিত হতে পারি । পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা তোমাকে স্বর্গে চির শান্তি দান করুন ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

স্ত্রী - ফিলোমিনা রোজারিও। ছেলে - উজ্জ্বল, সজল, প্রাঞ্জল। ছেলে বউ - পুস্প, নাবিলা। মেয়ে - সুমি
মেয়ে জামাই - রকি। নাতি - গ্রেইস। নাতনি - অহনা ও আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন ।

বিজ্ঞ/১৩/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০৪
২ - ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২০ - ২৬ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য : যিশুময় হওয়াতে ও যিশুকে দেওয়াতে

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের জন্যই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রেখেছেন। অনেকে সচেতনভাবে সে পরিকল্পনা বুঝতে ও তাতে সাড়া দিতে চেষ্টা করেন। ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ অনুভব করেন ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব বৃদ্ধি করাই তার জীবনের আহ্বান ও আনন্দ। মানুষের সেবা ও কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা মূর্ত করেন তারা। আর এমনিভাবে জগতের কিছু ব্যক্তি নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন মানব ও ঈশ্বর সেবায়। যারা নিজেদের সবকিছু দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসার কাজ করেন মানুষকে কেন্দ্রে রেখে। আর তাই এই আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তিদেরকে আমরা নিবেদিত জীবনের ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করতে পারি। সকল সময়ে, সকল ধর্মেই এই ধরণের নিবেদিত প্রাণ কিছু মানুষের জন্য জগৎ এখনো এতো সুন্দর। নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরা জগতের সৌন্দর্য।

খ্রিস্টানধর্মে নিবেদিত জীবনের ধারণাটি খুব স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। যাজকেরা ও সন্ন্যাসব্রতীরা নিজেদের জীবন-যৌবন সবকিছু উৎসর্গ করেন মানুষের কল্যাণের জন্য। যিশুকে আদর্শ মেনে উৎসর্গীকৃত জীবনে নিবেদিত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য - এ তিনটি ব্রত গ্রহণ করেন। এ ব্রতসমূহ সচেতনভাবে বিশ্বস্ততার সাথে যারা জীবনযাপন করেন তাদের মধ্যে নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় এবং ত্যাগময় ও ধ্যানময় জীবনের মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। নিবেদিত জীবনে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের ধ্যান-প্রার্থনা হবে তাদের জীবনগুরু যিশুর মত হতে চাওয়া যাতে করে তাদের সকল কর্মে তারা যিশুকে দিতে পারে। মণ্ডলীতে বিভিন্নমুখী সেবাকাজের মধ্য দিয়েই সন্ন্যাসব্রতীদের নিবেদিত জীবনের পূর্ণতা আসে। তবে নিবেদনের শুরুটা হয় শিশুকাল থেকেই। কাথলিকেরা ঐতিহ্যগতভাবে ২ ফেব্রুয়ারি যিশুর নিবেদন পর্ব পালন করে। শিশু যিশুকে মন্দিরে নিবেদন বা উৎসর্গের কথা স্মরণ করে তা পালন করা হয়। এদিনে বিশেষভাবে শিশুরা মোমবাতি জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা করে উপাসনায় অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে প্রার্থনা করে। শিশুকালের এইসকল নিবেদন উৎসবগুলোই পরবর্তীতে একজনকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত হতে অনুপ্রেরণা দান করে। তাই দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে এইসকল ধর্মীয় পার্বণসমূহ গুরুত্ব দিয়ে ও যথার্থ প্রস্তুতি নিয়ে পালন করার আহ্বান করা যায়। অনেক যাজক ও উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের জীবন থেকে জানা যায়, শিশুকালের অনুপ্রেরণাদায়ক কোন ঘটনাই তাকে নিবেদিত জীবনে আকর্ষণ করেছে। যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও সন্ন্যাসব্রতিনীগণ ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে বিশেষভাবে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করছেন। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে ভক্তজনগণ সবাই যিশুর রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক জীবনের অংশীদার হয়েছেন। দীক্ষাস্নাত যাজক হিসেবে আমরা সবাই নিজেদেরকে যিশুর চরণে নিবেদন করতে পারি। আমার জীবনের সর্বোত্তম উপহার: যিশুর ভালবাসা আমি অন্যের সাথে সহভাগিতা করে নিবেদিত জীবনযাপন করতে পারি।

সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস। ভীত না হয়ে একে প্রতিরোধ করতে ও আক্রান্তদের সেবাযত্ন করতে অনেক নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিরা কাজ করছেন। নিবেদিত এই মহৎ মানুষদের প্রচেষ্টায় নিশ্চয় এই রোগের প্রকোপ কমবে। আমাদের দেশকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে এই ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্য। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগের বেশ দাপট ছিল। তা নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারেননি বলে বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল। সিটি মেয়রের একটি বিশেষ কাজ হলো বজ্য-আবর্জনা নিষ্কাষণের যথাযথ ব্যবস্থাপনা। ঢাকাসহ অন্যান্য নগরীর মেয়রদের কাছে নাগরিকরা এইটুকু সেবা প্রত্যাশাতো করতেই পারে। মেয়রগণ নির্বাচনের আগে উন্নত, সমৃদ্ধ, যানজটমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব শহরের যে প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে ব্যক্ত করে থাকেন, তা বাস্তবায়ন করতে যেন তারা উদ্যোগী ও নিবেদিত হন। ✝

মঙ্গলবাণী

"তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারেই উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে।" - মথি ৫:১৪

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

তীর্থ উৎসব! উৎসব!! তীর্থ উৎসব!!!

সাধু আন্তনী ভক্তদের জন্য সুখবর!

স্থান : কাতুলী, মথুরাপুর ধর্মপল্লী, চাটমোহর, পাবনা।
তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, রোজঃ শনিবার, ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিট

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও **আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ, মথুরাপুর সাধ্বী রীতা ধর্মপল্লীর অধীনস্থ কাতুলী গ্রামে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থ উৎসব উদযাপিত হবে।** বিশপ মহোদয় ও পালকীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, এখন থেকে প্রতি বছর ভস্ম বুধবারের আগের শনিবার কাতুলীতে সাধু আন্তনীর পর্ব উৎসব পালন করা হবে। এই পুণ্য উপাসনা উৎসবে নিকটতম ধর্মপল্লীগুলোসহ দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সবার প্রতি রইল সাদর আমন্ত্রণ। এ উপলক্ষে সকল মানত-আকাঙ্ক্ষী, মানত-পূণ্যার্থী ও সাধু আন্তনী ভক্তদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য ১৩-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাতুলী ও মথুরাপুর গির্জায় নভেনা, পাপস্বীকার ও খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

আপনাদের উপস্থিতি দিনটিকে ঐশ মহিমা প্রকাশে আরো বিশ্বাস-সমৃদ্ধ ও পুণ্যমণ্ডিত করে তুলবে।

উল্লেখ্য যে, এ বছর মথুরাপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা সাধ্বী রীতা'র পর্ব উৎসব পালিত হবে **আগামী ২২ মে, ২০২০ খ্রিস্টবর্ষ, রোজ শুক্রবার, পর্বীয় খ্রিস্টযাগঃ সকাল ৭:৩০ মিনিট।**

-:সময়সূচী:-

নভেনা	:	১৩-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, বিকাল ৪:৩০ মিনিট
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ	:	২২ ফেব্রুয়ারি, সকাল ৯:৩০ মিনিট। পর্বকর্তা - ৫০০ টাকা। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য - ২০০ টাকা
যোগাযোগ	:	ফাদার দিলীপ এস. কস্তা- ০১৭১৫৩৮৪৭২৫, ফাদার উত্তম রোজারিও - ০১৭৩৮৩৪৬৯৪৮ মি. আগষ্টিন রোজারিও- ০১৭১৭১৩৪৩৭০

খ্রিস্টেতে,
পাল-পুরোহিত ও সাধু আন্তনী তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি
মথুরাপুর ধর্মপল্লী

বিপ/২৬/২০

প্রয়াত মার্সেল ডি' কস্তা

জন্ম ঃ ৫ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু ঃ ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

বাবা, আজ তোমার ৪০ তম মৃত্যুবার্ষিকী। যে মানুষটি এই ৪০টি বছর তোমার কথা স্মরণ করেছে এবং ঘরে মিশা দিয়েছে প্রতিবছর, আজ সে মানুষটিও আমাদের ছেড়ে পিতা ঈশ্বরের নিকট চলে গিয়েছে। বাবা আজ আমরা বড় একা। তুমিও নাই, মা ও নেই। কিন্তু তোমার অবর্তমানে মা আমাদের মানুষের মতো মানুষ গড়ে তুলতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রার্থনা করেছেন, পিতা ঈশ্বর মা-র প্রার্থনা শুনে মা'কে সব সময় সাহায্য করেছেন তার চলার পথে। তাই-তো বাবা আমরা তোমার কথা ভুলিনি আজও। মা যে দায়িত্ব কর্তব্য আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, আমরা সেই ভাবেই চলছি এবং আমাদের সন্তানদেরও তা শিখাচ্ছি।

বাবা, স্বর্গ থেকে আর্শীবাদ কর, আমরা যেন সব সময় মিলে মিশে থাকি এবং প্রার্থনা করি তোমাদের জন্য এবং সকলের জন্য। হে পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তুমি আমাদের পিতা-মাতার আত্মাকে তোমার অনন্ত স্বর্গরাজ্যে স্থান দিও তাদের এই জগতের সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে এবং আমরাও যেন প্রস্তুত থাকি সবসময়, জগতের মায়া ছেড়ে চলে যাবার জন্য তোমার নিকট।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
মুক্তা নীলয়, ক-২৯/১, নন্দা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সুপ্রিয় লেখকবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পত্রবিতানের জন্যে পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত লেখা ও মতামত অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে। সেই সাথে ছোটদের আসরের জন্যে গঠনমূলক গল্প, অনুপ্রেরণামূলক চিঠি, ছড়া ও ছোটদের আঁকা ছবি পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

<u>লেখা পাঠাবার ঠিকানা</u>

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৭১১৩৮৮৫
ই-মেইলে পাঠাবেন : **wklypratibeshi@gmail.com**

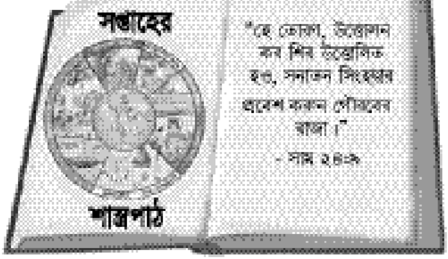

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২ - ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
প্রভুর নিবেদন পর্ব
মালাখি ৩: ১-৪,সাম ২৪: ৭-১০, হিব্রু ২: ১৪-১৮, লুক ২: ২২-৪০ (অথবা ২২-৩২)
পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবসের দান সংগ্রহের ঘোষণা

৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধু ব্লেইস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
সাধু অঁসগার, বিশপ, স্মরণ দিবস
(সাধু ব্লেইসের স্মরণে গলা আশীর্বাদ দান করা হয়)
২ সামুয়েল ১৫: ১৩-১৪, ৩০, ১৬: ৫-১৩ক, সাম ৩: ১-৬, মার্ক ৫: ১-২০

৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
২ সামুয়েল ১৮: ৯-১০, ১৪, ২৪-২৫, ৩১-১৯:৩, সাম ৮৬: ১-৬, মার্ক ৫: ২১-৪৩

৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
সাধ্বী আগাথা, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
২ সামুয়েল ২৪: ২, ৯-১৭, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭, মার্ক ৬: ১-৬

৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধু পল মিকি ও সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস
১ রাজা ২: ১-৪, ১০-১২, সাম (রাজা দাউদের গীতিকা) ১ বংশাবলী ২৯: ১০খ-১২, মার্ক ৬: ৭-১৩

৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
বেন সিরা ৪৭: ২-১১, সাম ১৮: ৩০, ৪৬, ৪৯-৫০, মার্ক ৬: ১৪-২৯

৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
সাধু জেরোম এমিলিয়ানি
সাধ্বী জোসেফিন বাখিতা, কুমারী
শনিবারে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
১ রাজাবলী ৩: ৪-১৩, সাম ১১৯: ৯-১৪, মার্ক ৬: ৩০-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৫৭ ব্রাদার এলড্রিক যোসেফ ডেনিস সিএসসি
+ ১৯৬৪ ফাদার হ্যারল্ড ব্রিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৫ ফাদার অভিদিও নেবুলনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৯ ফাদার লিও গমেজ (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ সিস্টার মেরী ক্লেয়ার পিসিপিএ

৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৮৮ ফাদার এন্ড্রু শার্ভেট ওএমআই (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার মেরী এলজিয়ার আরএনডিএম (ঢাকা)

৪ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৫ ফাদার লিওনিদাস মরো সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার ফস্তিনো চেসকাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফাদার বিমল যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

৫ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৭৯ ফাদার পাওলো কার্ণেভেলে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সিস্টার ইলিয়া জেনেত্তি এসসি (দিনাজপুর)

৭ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৬২ সিস্টার প্রাক্সিড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৬ সিস্টার এারী ডি' লুর্ডস এসএমআরএ
+ ১৯৯৬ সিস্টার এারীয়া কার্ডিনাল সিএসসি
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী ডরথি পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯০২ ফাদার পিয়ের ফিচে সিএসসি
+ ১৯৪৫ ব্রাদার রোমেইন লাফেরিয়ের সিএসসি
+ ১৯৪৫ সিস্টার এম. বার্ণার্ড এসসিএমএম
+ ১৯৬০ ফাদার স্তেফানো মনফ্রিনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৪ সিস্টার কন্সটান্টিনা কস্তা সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ব্রাদার আলেস্সান্দ্রো তাস্কা, এসএক্স (খুলনা)

সংস্কারীয় উপসনার অনুষ্ঠাতাবৃন্দ

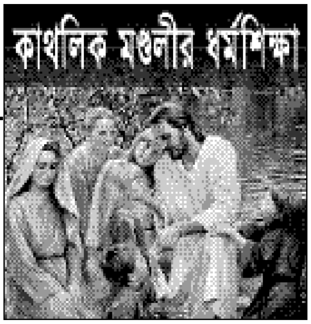

১১৪১ : উপাসকমণ্ডলী হচ্ছে দীক্ষাস্নাত জনগণ যারা "পবিত্র আত্মার দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করে এবং তাঁর দ্বারা হয়ে আধ্যাত্মিক মন্দির ও পবিত্র যাজক সমাজরূপে উপসর্গীকৃত হয়েছেন যেন তারা ... আধ্যাত্মিক যজ্ঞ নিবেদন করতে পারেন।" এই "সাধারণ যাজকত্ব" হচ্ছে খ্রিস্টের যাজকত্ব যিনি একমাত্র যাজক, এবং যাঁর যাজকত্বে তাঁর সকল সদস্য-সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

"মাতা-মণ্ডলী-প্রাণে এই ইচ্ছা পোষণ করে যেন সকল খ্রিস্টভক্ত উপাসনা-অনুষ্ঠানে সেইরূপ সক্রিয়, সচেতন ও পূর্ণ অংশগ্রহণের দিকে পরিচালিত হন, বা আনুষ্ঠানিক উপাসনার প্রকৃতির দাবি রাখে এবং যার প্রতি খ্রিস্টীয় জনগণের দীক্ষাস্নানের বলে রয়েছে অধিকার ও কর্তব্য। খ্রিস্টীয় জনগণ 'এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজকসমাজ, এক পত্রি জাতি, এককান্তভাবে পরমেশ্বরেরই আপন জাতি।।

১১৪২: কিন্তু "সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়।" কোন কোন ভক্ত সমাজের বিশেষ সেবাকাজের জন্য খ্রিস্টমণ্ডলীর মাধ্যমে ঈশ্বর কর্তৃক আহূত। এই সেবকগণ পুণ্য পদাভিষেকের সংস্কার দ্বারা মনোনীত ও নিবেদিত, যার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা তাদের সক্ষম করেন মণ্ডলী মস্তক খ্রিস্টের স্থানে কাজ করতে খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল সদস্যের সেবার জন্য। পদাভিষিক্ত সেবাকারী হচ্ছেন যাজক -খ্রিস্টের "প্রতিকৃতি" স্বরূপ। খ্রিস্টমণ্ডলীর সংস্কার যেহেতু খ্রিস্টযাগে পুরোপুরি দৃশ্যমান, সেহেতু খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্যের মধ্যেই প্রকাশ পায় বিশপের সেবাকাজ এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত যাজক ও ডিকনদের সেবাকাজ।

১১৪৩: খ্রিস্টভক্তদের সাধারণ যাজকত্বের কাজে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট সেবাকাজ হয়েছে, যেগুলো পুণ্য পদাভিষেক সংস্কার দ্বারা উসর্গীকৃত নয় এবং যেগুলোর কার্যকলাপ ঔপাসনিক ঐতিহ্য ও পালকীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিশপ কর্তৃক নির্দিষ্ট: "সেবক, পাঠক, ভাষ্যকার এবং গানের দলও সত্যিকার ঔপাসনিক সেবাকার্য সম্পাদন করে।"

১১৪৪: সংস্কারীয় অনুষ্ঠানাদিতে গোটা উপাসক মণ্ডলীই, নিজ নিজ অনুযায়ী, উপাসনকারী, কিন্তু, যিনি সবার মধ্যে কাজ করেন সেই "পবিত্র আত্মার একত্বে"। "উপাসনা অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থাৎ পদাভিষিক্ত ও ভক্তসাধারণ, উপাসনায় যাদের বিশেষ করণীয় আছে, তাদের কর্তব্যের সবটুকু এবং শুধু সেইটুকু সম্পাদন করবেন যা উপাসনার নিয়মনীতি ও অনুষ্ঠান-রীতির প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের দায়িত্বের আওতাভুক্ত।"

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে বিশেষ দিবসে লেখা আহ্বান

বিশেষ দিবস	লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
অমর একুশে (২১ ফেব্রুয়ারি)	৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
ভস্ম বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি)	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
আর্চবিশপ মাইকেল এর মৃত্যুবার্ষিকী	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাধু যোসেফের মহাপর্ব (১৯ মার্চ)	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী সম্পর্কে যে কোন লেখা, অনুভূতি আপনারা যেকোন সময় পাঠাতে পারেন।

উক্ত বিশেষ দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে আপনার সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। লেখা পাঠানোর সময় খামের ওপর কিংবা ই-মেইলে দিবস ও লেখার বিষয় লিখতে ভুলবেন না। আমাদের কাছে লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০।
E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com

সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি একজন নাট্যকার?
- আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

– স্ক্রিপ্ট আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০।

ষোড়শ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন পিটার কস্তা
জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ. ঃ কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

যদি থেকে থাকি আমি তোমাদের হৃদয়ে,
চোখের তারায়,
যদি জীবনের জটিল পথ চলতে চলতে,
সুখে-দুঃখে মনে পড়ে আমাকে
বলবো না মুছে ফেল
শুধু বলবো মনে রেখ, আমিও ছিলাম।

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। প্রকৃতির অমোঘ বিধান, “জন্মিলে মরিতে হইবে”। দেখতে দেখতে ১৬টি বছর পার হয়ে গেল, তুমি চলে গেছ পরপারে, স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমার স্নেহ-ভালবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। তোমার অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, গভীর আন্তরিকতা ও হৃদয়গ্রাহী ভালবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। তুমি ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে–
স্ত্রী : লতিকা জার্লেট কস্তা
ছেলে ও ছেলে বউ : পলাশ ও লিজা কস্তা
মেয়ে : লিপি, নূপুর, ঝুমুর ও ঝুমা
মেয়ে জামাই : প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড
নাতি : স্ট্রীগ ও রিদম
নাতনী : স্ক্যাবি, স্ক্যালি, স্ক্যারি, লীথী, লরা, রায়না ও লিরিক।

বিজ্ঞ/৪২/২০

ধূপের ধোঁয়ার মতো নিবেদিত

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

ধূপ যখন পোড়ানো হয়, তখন এর সুরভি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিজেকে পুড়িয়ে ধুপ ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হয়। মানুষের স্বপক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিঃশেষিত হয়। ব্রতীয় জীবন বা নিবেদিত জীবনও তেমনি। এই জীবনে কেউ কাউকে জোর করে নিয়ে আসে না। স্বেচ্ছায় বা আপন ইচ্ছায় ব্যক্তি এই জীবনে সাড়া দেন। এ নিবেদন খ্রিস্টের একটি বিশেষ মন্ত্রণা, যা সকলের জন্য নয়। তাই এই জীবন-যাপন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যিশু বলেন, এই বিশেষ ক্ষমতা মাত্র অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে *(মথি ১৯:১২)*। মূলত: এই জীবন কোন ধর্মীয় সংঘ বা বিশপের অধীনে মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণায় ঈশ্বরের নিকট শর্তহীন নিবেদন। তাই আত্মনিবেদনই ব্রতধারী- ব্রতধারিণীদের জীবনের আদর্শ এবং সর্বোত্তম নীতি। মূলত: নিবেদিত জীবনে সাড়াদানকারীগণ বীজের মতো; কেননা তাদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তাদের দায়িত্ব হল আত্মোৎসর্গ করা, নিজেকে নিঃস্ব করে অপরকে জীবন দেওয়া। তাহলে প্রশ্ন হল, তারা কিভাবে জীবন দেন? যখন তারা নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দেন, যখন অপরের জন্য নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেন, যখন যুগের প্রয়োজনে নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, এলাকা এমনকি প্রিয়জনদের ছেড়ে অন্য কোথাও যান, যখন পরের জন্য নিজের প্রিয় কিছু ছেড়ে দেন, যখন মণ্ডলীর প্রয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে দেন, যখন জগতের চাকচিক্যে ভেসে না গিয়ে সাধারণ জীবন-যাপন করেন, ভিন্ন কিছু করেন, প্রভৃতি। এভাবেই তাদের সাধারণ জীবন অসাধারণ হয়ে ওঠে, আর তা মানুষের মাঝে অসাধারণ পরিবর্তন আনয়নে ব্যাপৃত হয়। মূলত তখনই সেটি একটি 'নিদর্শন' হয়ে ওঠে।

সাধু লুকের লেখা মঙ্গল সমাচারে আমরা দেখতে পাই, মোশীর বিধান অনুসারে প্রভু যিশুকে নিবেদন করা হচ্ছে *(লুক ২:২২)*। একইভাবে, ঈশ্বরের প্রেরণকর্মে সাড়া দিতে অনেক নর-নারী জীবন নিবেদন করে থাকেন। ঈশ্বরই তাদের সেই মন্ত্রণা দিয়ে থাকেন। যিশু যেভাবে বলেন, "তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি, আমিই তোমাকে মনোনীত করেছি আর নিযুক্তও করেছি *(যোহন ১৫:১৬)*। তাই খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুগে যুগে অনেক নর-নারী নিবেদিত জীবনে সাড়া দিয়ে খ্রিস্টের সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। এভাবে যুগের প্রয়োজনে সেবাকাজ ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার

প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। সেই সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সেবার পথগুলো ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তারা ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়েই একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন। তাঁরা যুগ যুগ ধরে একই খ্রিস্টের সেবা করছেন এবং তারই সেবাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সেবাকাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল 'পরিত্রাণ'। তাই তাদের দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও শুচিতা বা কৌমার্য ব্রত অন্যরা হয়তো বুঝতে পারে না কিংবা অন্যদের কাছে হয়তো তা মূর্খতার নামান্তর, কিন্তু এগুলোর স্বর্গীয় সুরভী তারা জীবন যাপনে অভিজ্ঞতা করেন। এটা কেবল সম্ভব হয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শক্তিতে। আর এই ঐশরিক অনুগ্রহ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তারা বিশেষভাবে আহূত আধ্যাত্মিক মানুষ হতে; কেননা আধ্যাত্মিকতা হল বিজ্ঞাপনহীন এমন একটি প্রচার, যা সুগন্ধী ফুলের মতোই নীরবে সৌরভ ছড়িয়ে যায়। আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার শক্তিবলে কখন, কোথায় ও কি করতে হবে সেই বিষয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও অর্থপূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারেন; তা পারেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে। ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ জীবনভর এ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা করে চলেন।

নিবেদিত জীবন হল একটি প্রেমের স্কুল। এখানে ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ পরস্পরকে ভালবাসতে ও প্রেম করতে শিক্ষালাভ করেন এবং সেভাবেই মানুষের কাছে তা বিতরণ করেন। একবার একজন সিস্টার তার সহভাগিতায় বলেছিলেন, "ঈশ্বর আমাকে এতো ভালসেছেন যে, বিল-ঝিলের মধ্য থেকে শাপলা তোলার মতোই ঈশ্বর আমাকে তুলে এনেছেন তাঁর বেদীর নৈবেদ্য করে।" প্রকৃতপক্ষে, এ নিবেদিত জীবন হল ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদের অপরিমাপযোগ্য এক অর্ঘ্য। ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ নিজেরাই অর্ঘ্য হয়ে বেদীমূলে নিবেদিত হন। আর এভাবে তারা আহ্বান পান বেদীতে উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টপ্রসাদ হতে। অস্পৃশ্য, দরিদ্র, অবহেলিত, বন্দী, নির্যাতিত, নিপীড়িতদের কাছে জীবনদায়ী ও মুক্তিদায়ী প্রসাদ হতে; তাদের মধ্যে নতুন জীবন আনয়ন করতে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে। এভাবে তারা হয়ে ওঠেন আনন্দের ফেরিওয়ালা। তারা আনন্দ বিতরণ করেন। কাজেই, তারা যদি মুখ গোমড়া করে থাকেন, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন, তবে মানুষের মুখে কী করে হাসি ফোটাবেন? পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাই সকল যাজক ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণকে বার বার আহ্বান করেছেন যেন তারা আনন্দের মানুষ হন, আনন্দে থাকেন।

ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের হৃদয় হল অন্যদের দুঃখ রাখার সিন্দুক। তাঁরা অন্যদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেন এবং সান্ত্বনা দেন। তাই তাদের থাকতে হয় খ্রিস্টের মনোভাব। বাধ্যতায়, নম্রতায় ও সেবায় খ্রিস্ট যা করেছেন তাই করতে তাঁরা আহূত। এ কারণে তাঁরা যতবার বিশ্বাস করবেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেকবার ক্ষমা ও ভালবাসা লাভ করেছেন, ততোবার তাঁদের পক্ষে অন্যদের ক্ষমা করতে ও সেবা করতে আরও সহজ হবে। তাই তাঁদের জীবনে যিশুর ভালবাসা ও অনুপ্রেরণা হল তেলের মতো; যা তাঁদের ব্রতীয় জীবনের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। আর এই তেল আহরণ করতে হয় যিশুর কাছ থেকে। ধ্যান-প্রার্থনার মধ্য দিয়ে।

ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণের হৃদয় গভীরের একান্ত চাওয়া, "আমরা অন্যের জন্য সময় হবো।" বর্তমান জগতে মানুষ ছুটছে আর

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

একজন আদর্শবান সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার

প্রবাস বাবু

সূচনা: জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিটি শিশু প্রেমের সাথে পরিচিতি লাভ করে, প্রতিটি শিশু অজান্তেই মায়ের কাছ থেকে প্রেম ভালোবাসা আত্মস্থ করে নেয়। তাই প্রত্যেকজন শিশুর কাছে মা'ই হয়ে ওঠেন হৃদয়ে প্রথম প্রেমের বীজ বপণকারী। মা এবং প্রেম ভালোবাসার কথা আলোচনা করলাম , এই জন্য যে; যেজন প্রেম করে সে অবশ্যই ত্যাগস্বীকার করে, নিজের কথা ভুলে গিয়ে অন্যের কথা ভাবে। ত্যাগস্বীকার কখনো কোন মানুষকে কষ্ট দেয় না বরং ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ জীবনে তৃপ্তি পায়, জীবনে পূর্ণতা লাভ করে। একজন আদর্শবান ব্রাদার তেমনই একজন মানুষ যিনি অপরকে প্রেম করার জন্য, খ্রিস্টকে প্রচার করার জন্য নিজ জীবনের স্বাদ স্বার্থ ত্যাগ করে মানুষের কল্যাণে চিরব্রতী হন। এভাবেও একজন ব্রাদারকে তুলনা করা যেতে পারে- একজন ব্রাদার হলেন মোমবাতির মতো, মোমবাতি যেমন নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অন্ধকার দূর করে আলো দেয়, তেমনি একজন ব্রাদার, সারাটি জীবন ধরে যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে জ্বলে পুড়ে ক্ষয় হয়ে অন্যকে আলোর পথ দেখান ।

আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী কে বা কারা?

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে সন্ন্যাস কী বা ব্রতই বা কী? সন্ন্যাসী হলেন তিনিই যিনি কুমার থেকে, অন্যের মঙ্গলার্থে নিজেকে চিরদিনের জন্য বিলিয়ে দেন, ঈশ্বরকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁকে নিয়ে ধ্যান-সাধনা করেন। এবং ব্রত হলো একজন আর একজনের সাথে মিলিত হবার বা সম্পর্ক স্থাপনের বৃহৎ সেতু গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী তিনিই যিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে মহান সৃস্টিকর্তার নিকট নিবেদন করেছেন। তাঁর মধ্যে থাকবেনা কোন জগৎ সংসারের প্রতি টান, থাকবে শুধু মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা ও পরজীবন বা ঐশজীবন লাভের ব্যাকুল প্রত্যাশা। আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী সর্বদাই ধ্যান-প্রার্থনায় নিরত থাকেন।

ব্রাদার কে?

অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে আসলে ব্রাদার কে বা কারা? তারা কি কখনো কোন এক পর্যায়ে গিয়ে ফাদার হবেন? এমন অনেক প্রশ্ন!

ব্রাদারের প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি ঈশ্বরের একজন মনোনিত ভক্ত সেবক এবং সন্ন্যাসী। ব্রাদার শব্দটি শুনলে প্রথমে চোখের সামনে যে চিত্রটি ভাসে তা হচ্ছে তিনি সর্ব সাধারণের ভাই এবং বন্ধু। হতাশাগ্রস্তদের কাছে ব্রাদার একজন আশা সঞ্চারী জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। যুবকদের পরম বন্ধু এবং সর্ব প্রধানত ব্রাদারের যে পরিচয় তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিক্ষক অর্থাৎ (Educator of Faith)।

ব্রাদার কি যাজকের মতো সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন?

ব্রাদার কখনোই যাজকের মতো সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন না ঠিকই কিন্তু জীবন যাপন করেন; পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণকারী একজন ব্যক্তির মতোই। ব্রাদার শুধুমাত্র ঈশ্বর এবং তাঁর জনগণের সামনে তিনটি পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রতগুলো হচ্ছে – দরিদ্রতা, বাধ্যতা, এবং কৌমার্যতা। এই ব্রতগুলো প্রত্যেকজন ব্রাদার তাদের জীবনে অলংকার স্বরূপ গ্রহণ করে থাকেন। তা নিয়েই সারাটা জীবন ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের পরিচর্যার সহযোগী হয়ে থাকেন। যাজকদের মতো সাক্রামেন্ত গ্রহণ না করেও একজন ব্রতধারী ব্রাদার সকল মানুষের কাছে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন কেননা তিনি তো ঈশ্বরেরই ভক্ত সেবক।

ব্রাদার হওয়া কি আহ্বান?

অনেকের ধারণা আহ্বান জীবন মাত্র দুই ধরণের হয়ে থাকে। যথা : পরিবার জীবন এবং যাজকীয় জীবন, কিন্তু ব্রাদার হওয়ার আহ্বানও যে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া প্রদান করা অনেকে সেটা উপলব্ধি করে না। অনেকে বুঝতেই চায়না যে, ব্রাদার হওয়া হচ্ছে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে, সাধারণ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরম সান্নিধ্য লাভ করা।

বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীতে ব্রাদারদের সেবা কাজ কি?

ব্রাদারদের সবচেয়ে বড় সেবাকাজ হচ্ছে শিক্ষাদান। গোলাম মোস্তফার এই লেখাটি যেন ব্রাদারদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত –

"সকলের মোরা নয়ন ফোঁটাই, আলো
জ্বালি সব প্রাণে
নব নব পথ চলতে শেখাই জীবনের সন্ধানে।
পরের ছেলেরে এমনি করিয়া শেষে
ফিরাইয়া দেই পরকে অকাতরে
নিঃশেষে।

এই জগতের শোভা সৌন্দর্যের মাঝে থেকেও নিজের জন্য কিছু না করে, অন্যের জন্য কিছু করা যেন বড়ই সাধের। যা ব্রাদারগণ করে থাকেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ব্রাদারদের সংখ্যা অল্প হলেও যেন বিভিন্ন সেবাকাজে অনন্য বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

প্রৈরিতিক কাজের ক্ষেত্রসমূহ:

- বিভিন্ন স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান।
- হোস্টেল পরিচালনা।
- নেশা গ্রস্তদের সমস্যা দূরীকরণ।
- ধ্যান আশ্রম পরিচালনা।
- যুবা গঠন।
- সমাজ উন্নয়ন ও ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন কমিশন।
- প্রকাশনা।
- কাউন্সিলিং প্রদান।
- নির্জন ধ্যান পরিচালনা।

একজন ব্রাদারের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী:

সাধারণ একজন মানুষের মতো ব্রাদারকেও তার শৈশবকাল থেকেই বিভিন্ন গুণাবলী অর্জন করতে হয়। তিলে তিলে ঐ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলো লালন পালন করার মধ্য দিয়ে একজন ব্রাদার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। যার প্রকাশ ঘটে তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও প্রৈরিতিক কর্মক্ষেত্রে। একজন আদর্শবান ব্রাদারের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- ১) সততা ২) ধৈর্য, ৩) ভ্রাতৃত্ব ৪) ক্ষমা ৫) ন্যায্যতা ৬) কৃতজ্ঞতা ৭) আনুগত্য ৮) কর্তব্যনিষ্ঠা ৯) অহিংসা ১০) নিয়মানুবর্তী ও সমায়ানুবর্তী ১১) পরিশ্রমী।

সমস্ত কিছুর পরেও একজন আদর্শবান ব্রাদার সব কিছুতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং সবসময় হাসি-খুশি অর্থাৎ সর্বদাই প্রাণবন্ত থাকেন।

উপসংহার: আমি পরিশেষে বলতে চাই যে, একজন আদর্শবান ব্রাদার নিজের সুখ-স্বাচ্ছেন্দের দিকে না তাকিয়ে খ্রিস্টের সেবায় নিরত থাকেন ও খ্রিস্টমণ্ডলীর যত্ন নেন। গরীব- দুঃখী, আপন- পরের মাঝে কোন ভেদাভেদ রাখেন না । তাই আদর্শবান ব্রাদার সংঘ একটি কুপিবাতির মতো; যা সর্বদা নিঃস্বার্থে আলো ছড়াতে থাকে॥ ❑

সেবাদান হল আধ্যাত্মিকতার উত্তম নিদর্শন

মমতা হেলেন পিউরীফিকেশন

আমি একজন সেবিকা। আমার মতো অন্যান্য যারা এই মহৎ পেশায় নিয়োজিত আছেন, আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় হল, আমরা সেবাদান করি। আমরা যিশু খ্রিস্টের আহ্বানে এবং পিতা ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেবাদানের মতো সুন্দর এ মহৎ আহ্বানে আহূত এবং ব্রতী হয়েছি। আমরা যখন সেবাকর্মে নিবিষ্ট হই, তখন আমরা ঈশ্বরের এবং তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের পক্ষে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আমাদের সত্তা দিয়ে কাজ করি। আমি যখন সেবাকর্মে নিয়োজিত হই, তখন মনে করি পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত বাণী, 'তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন আমি অসুস্থ লোকদের ক্ষত সারিয়ে দিই।' - *(যিশাইয় ৬১:১)*

যিশুখ্রিস্ট আমাদের বলেন, 'অসুস্থদের সুস্থ করো, মৃতদের উত্থাপন করো, কুষ্ঠদের শুচি করো......যা তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছো, তা বিনামূল্যেই দান করো।' - (মথি ১০:৮)

তিনি আবার বলেন, "আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে একজনের প্রতি যখন এটা করেছিলে, তখন আমারই জন্যে করেছিলে।" - *(মথি ২৫:৪০)*

একজন সেবক বা সেবিকা হিসেবে যখন সেবাকর্মের পেশাকে আমার জীবন জীবিকার জন্য নির্বাচন করি তখন আমি নিজে বুঝে নিই, এ পেশায় আছে অনেক ত্যাগ, আছে অনেক কষ্ট! আছে পরীক্ষাও! আর তার সাথে রয়েছে চূড়ান্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। এ সমস্ত কিছুকে উৎরিয়ে চূড়ান্ত ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন আমি একজন খাঁটি আদর্শ ও সৎ সেবক বা সেবিকা হয়ে ওঠি তখনই আমার মনে আসে বিশাল আত্মতৃপ্তি ।

বস্তুতঃ সেবক বা সেবিকা তার নিজের কথা চিন্তা করার সুযোগ পায় কম। সে প্রথমেই চিন্তা করে নিজের কর্তব্য স্থানের অসুস্থ ভাইবোনদের কথা। আর্ত-পীড়িত মানুষের প্রতি তার পবিত্র দায়িত্বের কথা। এরপর কষ্টের বিনিময়ে যা উপার্জন করে তা দিয়ে নিজের সন্তান-সন্ততি, পরিবার, মা বাবা, ভাইবোনদের প্রতি কর্তব্যের কথা, আত্মীয় স্বজনদের কথা। এভাবে সারাটা জীবন নিঃস্বার্থভাবে সেবক বা সেবিকা তার পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যায়। শেষ পর্যন্ত 'আত্মতৃপ্তি' ছাড়া তার একান্ত নিজের বলে আর কিছুই থাকেনা!

এবার একটু গভীরে যাই। এই যে কাজ বা দায়িত্ব কর্তব্য যাই বলি, এ সমস্ত করি কিসের তাগিদে? সেটা হল আমাদের মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের দেয়া প্রেম ও ভালোবাসার তাগিদে। পবিত্র আত্মা ঈশ্বর অনবরত আমাদের প্রাণ ও হৃদয়কে স্পর্শ করেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে নিয়তই সঞ্জীবিত হয়ে থাকি। তখন আমি মনে মনে এই ভেবে শক্তি পাই, 'যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাতে আমি সবই করতে পারি।' - *(ফিলিপিয় ৪:১৩)*

এই প্রেম ভালোবাসা ও দৃঢ় মনোবল যদি আমাদের মধ্যে না থাকতো তাহলে আমাদের এত ধৈর্য ধরার ও সহ্য করার শক্তি থাকতো না। আমাদের এই প্রেম ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হল আর্ত-পীড়িতদের সেবায় নিজেদের উজার করে দেয়া। সেবক-সেবিকাদের জীবনে 'সেবাকর্ম' হল ঈশ্বর প্রদত্ত তালন্ত। এই তালন্তের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করার জন্য রয়েছে নিরন্তর আত্মিক পিপাসা। সে পিপাসা বা তৃষ্ণা আমরা মিটাতে পারি আমাদের প্রেম ও ভালোবাসা পূর্ণ পবিত্র সেবাদানের মাধ্যমে।

তাহলে এখন আমরা নিজেদের গভীরভাবে আত্মমূল্যায়ন করি। আমরা কত ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী যে, আমাদের প্রেমময় পিতা ঈশ্বরের মহান কৃপায় ও আমাদের স্নেহময়ী মা ও স্নেহশীল বাবার অনুপ্রেরণায় ও আশীর্বাদের মাধ্যমে আমাদের পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের সুখ আনন্দ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গীয় প্রেমে আপ্লুত হয়ে আর্ত-পীড়িতের সেবার মাধ্যমে যিশু খ্রিস্টের ও পিতা ঈশ্বরের সেবা করে যে আধ্যাত্মিকতার সুধা পান করে যাচ্ছি, সে তো আমাদের সেবাধর্মে দীক্ষিত জীবনের জন্য অনেক বড় পাওয়া! কারণ পরম প্রেমময় পিতা আমাদের অনেক ভালবেসে এ মহাদান আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরাই তাঁকে এত কাছে পাই আমাদের প্রেমপূর্ণ স্পর্শে ও মিষ্টি একটা হাসির মাধ্যমে। তাই এ জীবনে কাঁটার মত যত কষ্ট এবং প্রতিষ্ঠা লাভের যত প্রলোভন, পরীক্ষা আসে সে সমস্ত অতিক্রম করার শক্তি পিতাঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। তাই পিতা ঈশ্বর ও মা-বাবাসহ পরিবার পরিজন সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের আশীর্বাদের ও ভালোবাসার জন্য!

এখন একজন সেবিকার নিঃস্বার্থ জীবনের শেষ সময়ের কথা চিন্তা করি। আমাদের সারাজীবনের সুখ শান্তি সকল চাওয়া পাওয়া বিসর্জন দেয়ার পর যখন তার জীবনের শেষ

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খ্রিস্টেতে আমরা এক

প্রত্যয় কস্তা

আমরা যখন কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি দল গঠন করতে চাই তখন সেখানে প্রথম কাজই হয় সকলকে একত্রিত করা বা হওয়া। যে একতার গুণে আমরা সমাজে পারস্পরিক সাহায্য দ্বারা পরস্পরের জন্য অনেক ভালো কাজ করতে পারি। এসব ভালো কাজ দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সেই গৌরবময় মহিমা প্রকাশ করতে পারি। যা আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালো কাজ দ্বারা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক মিলন-সমাজ। যেখানে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুলি। কিন্তু আজকের খ্রিস্টীয় সমাজে এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মৃত হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রভাবে আমরা নিজেদের মন-প্রাণ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, বুদ্ধি ও চেতনাকে হারাতে বসেছি। এমন এক অবস্থায় বসবাস করছি যেখানে আমরা পাশের প্রতিবেশী বা ভাই মানুষকেও তার সঠিক মর্যাদা বা সম্মানটুকু দিচ্ছি না। আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজের জীবনাদর্শ দ্বারা যে মণ্ডলী গড়ে তুলেছেন তা আজ হুমকির সম্মুখীন।

বর্তমানে খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোর বেশির ভাগ পিতা-মাতাগণই ছেলে মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক ও মূল্যবোধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। আগের যুগে ছেলে-মেয়েরা বাড়ির ঠাকুমা ও দাদুদের কাছ থেকে গল্প শোনার জন্য গা ঘেষে বসত। তখন দাদু-ঠাকুমারাও ছেলেমেয়েদের যিশুর জীবনের কাহিনী গল্পের মত করে বলতেন। তখন তারা গল্পের পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষাও দিতেন।

বর্তমানে ছেলেমেয়েরা টেলিভিশনের পর্দা ও মোবাইলের স্ক্রিন থেকে চোখ সরাতে পারে না। তাই তো আমাদের পরিচালিত নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খ্রিস্টান শিক্ষার্থী খুবই কম এবং হাসপাতালগুলোতেও খ্রিস্টান ডাক্তার বা কর্মী নেই বললেই চলে। এ থেকে বুঝা যায় যে,আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে আজ অনেক অবনতি দেখা দিয়েছে। পিতা-মাতাগণ সন্তানের দীক্ষাস্নানে সন্তানকে ধর্মীয়, নৈতিক ও মূল্যবোধ বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্য শপথ গ্রহণ করেও তা পরবর্তীতে ভুলে যায়। অর্থাৎ সন্তানকে দীক্ষাস্নান দিয়েই হাত গুটিয়ে বসে থাকে। এরপর মণ্ডলীর প্রতি আর কোন দায়িত্ববোধই থাকে না। আজকাল পিতা-মাতাগণ ও অনেক সময় খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও আদর্শকে অবহেলা করে থাকেন।

এভাবে আজ মানুষ মণ্ডলী থেকে বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বয়ং খ্রিস্টপ্রভু এই বিচ্ছিন্নতাকে সংযুক্ত করার জন্যই তো নিজের ঐশসত্ত্বা ছেড়ে মানবসত্ত্বাকে ধারণ করেছেন। তিনি মানুষের মতই জন্মগ্রহণ করেছেন। পরিবার ও সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয়, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষায় বেড়ে ওঠেছেন। তিনি মানবসত্ত্বার সাথে নিজেকে এক করে তুলেছেন। তাঁর জীবন দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ এবং আমরা হয়েছি তাঁর মণ্ডলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। একবিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্ট নেই, তবে তাঁর মণ্ডলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসেবে আমরা তো আছি। আমাদের প্রত্যকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তাঁর সেবাদায়িত্ব পালন করার জন্যই প্রদান করা হয়েছে। আমরা যখনই কোন ভুল কাজ করি তখনই তা আমাদের কষ্ট দেয়। যে কষ্ট গোটা দেহটা ভোগ করে। তাই আমাদের সাবধান থাকতে হয় যেন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভুল কাজ না করে। কেননা একটি ভুল কাজ আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এভাবেই আমরা মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

আমরা অনেক সময়ই ছোট কাজগুলোকে অবহেলা করি। যা ছোট ছোট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাই অনেক সময়ই আমরা এ ছোট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে অবহেলা করে থাকি। কিন্তু এগুলোই সর্বশ্রেষ্ঠ বা মূল্যবান। আমাদের ছোট বড় সকল কাজই খ্রিস্টের মহিমা ও প্রশংসা করে। আমরা খ্রিস্টের সাথে এক হয়ে ওঠি। তাই খ্রিস্টেতে একমন একপ্রাণ হয়ে আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলতে পারি বিশ্বমণ্ডলী। তাই আসুন মণ্ডলীর বিস্তৃতির জন্য এক সাথে কাজ করি এবং খ্রিস্টেতে আমরা এক হয়ে ওঠি॥ ❑

ধূপের ধোঁয়ার মতো নিবেদিত

(৭ পৃষ্ঠার পর)

ছুটছে। কারও যেন কারোর জন্য সময় নেই। সবাই নিজ নিজ কাজে অনেক ব্যস্ত। কত মানুষ বিছানায় কাতরাচ্ছে, কতো মানুষ দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী যাদের কাছে কেউ যায় না, তাদের কথা শুনে না। তাই তাঁরা সময় দেন। সময় দেন ভালবাসা বিতরণে, সময় দেন সান্ত্বনাদানে, সময় দেন নিজের ও অন্যদের জন্য প্রার্থনা করতে; সময় দেন শ্রোতা হতে, অতিথি সেবায়। যিশু যেভাবে সময় দিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, নিরাময় করেছেন।

এ নিবেদিত জীবনে কিছু সতর্কতাও আবশ্যক। এ জীবনে তিনটি P খুঁজতে নেই: Power, Position & Prestige. কেননা ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হল সেবা; যে সেবা নিঃস্বার্থভাবে প্রদান করা হয়। আবার, এই জীবনে পাপের প্রবণতাও সক্রিয় হতে পারে। তাই এ জন্যও সতর্ক থাকা আবশ্যক। এছাড়াও মানুষ হিসেবে নিজেদের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি, ভুল বুঝাবুঝি হতেই পারে, তবে তা সূর্যাস্তের আগেই ভুলে যেতে হবে।

একবার তৎকালীন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওকে একজন লোক টেলিফোন করে বলেছিলেন, "আপনারা নাকি আপনাদের স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েদের খ্রিস্টান বানান?" উত্তরে বিশপ বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমরা খ্রিস্টান বানাই"। প্রকৃতপক্ষে, আমরা ছাত্রছাত্রীদের দীক্ষা দেই না বটে, কিন্তু তাদেরকে খ্রিস্টীয় মনোভাব ও মূল্যবোধ দান করি। একজন সিস্টার একবার তাঁর সহভাগিতায় বলেছিলেন, "আমি চাই না হঠাৎ মরতে, আমি চাই না দীর্ঘদিন ভুগতে, তবে কিছুদিন ভুগতে চাই, যেন আমার ও জগতের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।" ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ এভাবেই জগতের প্রয়োজনে দিচ্ছেন এবং খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। জগৎ ও নিজের মুক্তির জন্য এভাবেই তাঁরা নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করেন। এ নিবেদন হাঁটে-বাজারে মিলে না, এ নিবেদন জগতের যুক্তির বহু ঊর্ধ্বে। মনের অজান্তেই ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ আপন পরিবার-পরিজনদের খুঁজে পান ছোট্ট নির্মলপ্রাণ শিশু-কিশোরদের মধ্যে, তারাই অনেক আপন হয়ে যায়। সময় বয়ে যায়। এভাবেই তাঁরা জীবনের পুরোটাই পার করে দেন খ্রিস্টের প্রচার কাজে ও মানব গড়ার তরে। প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, বদলে যায় সময়; কিন্তু পরিবর্তন হয় না তাঁদের জীবনব্রত। তাঁরা ভালবেসে যান অগণিত অনাগত সন্তানদের। গড়ে চলেন ভবিষ্যৎ। এভাবেই ধূপের মতো পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষিত; আর তার সৌরভে সুরভিত হয় বিশ্বজগত॥ ❑

যতদোষ নন্দঘোষ

বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মন

দোষ আর নির্দোষ দুই ভাই। দোষ ফুরফুরে মেজাজে উচ্চ কণ্ঠে গান গাইছে, তাই দেখে তার ভাই নির্দোষ তাকে জিজ্ঞেস করল, "কিরে ভাই কি হলো, এমন উৎফুল্ল মেজাজে গান গাওয়ার কারণটা কি?" দোষের সোজাসাপ্টা উত্তর, "আর বলিস না ভাই আমাকে নিয়ে মানুষ যেভাবে ফুটবলের মতো খেলছে তাই দেখে আমার না খুব মজাই লাগছে। আর দেখো আমি কিন্তু 'দোষ', আমি সব ব্যক্তির মধ্যেই আছি কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আমাকে মেনে নেয় না ঠিকই কিন্তু অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে খুবই মজা পায়। নির্দোষ যেন আকাশ থেকে পড়ল, কেননা ভাই দোষের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। তাই আগ্রহ নিয়েই জিজ্ঞেস করল, "বলিস কি? কি বলতে চাস? একটু খোলাখোলি বলতো"। দোষ বলল, "তাহলে শোন একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। একবার প্রচণ্ড শব্দ করে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তৈরীকৃত বেড়া ভেঙে ফেলছেন মিস্টার পারফেক্ট, কারণ খুব একটা মারাত্মক না হলেও তার মতে খুবই যুক্তিযুক্ত। এমনিতো টিনের বেড়া তার উপর আবার বিশাল হাতুরীর আঘাত; তাহলে বুঝতেই পারো শব্দটা কেমন বিকট হতে পারে। শব্দের জ্বালাতনে হোক আর জানার আগ্রহ নিয়েই হোক হন্তদন্ত করে দৌড়িয়ে এলো পাশের বাড়ির মিস্টার আগ্রহ। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কিহে পারফেক্ট বাবু সযত্নে গড়া এতো সুন্দর বেড়া ভাঙার কারণটা কি জানতে পারি?' মিস্টার পারফেক্ট বাবুর সরল উত্তর, 'আর বলবেনা। বাবু, একটা বিড়ালকে ধরার জন্য দৌড়াতে ছিলাম আর হলো কি বিড়ালটা এই বেড়ার মধ্যদিয়ে পাড় হয়ে দিব্যি বেঁচে গেল। বিড়ালটাকে তো পেলাম না তাই বেড়াটাকেই ভেঙে ফেলবো। কারণ এই বেড়ার জন্যেই বিড়ালটাকে ধরতে পারলাম না, কেননা বেড়ার মধ্যদিয়েই বিড়ালটা পাড় হয়েছে। তাই বেড়াই আর রাখবো না'। এখানে দেখলেন তো ভাই অবস্থাটা। বিষয়টা যেন এরকম; নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। কিসের রাগ কিসের ওপর গিয়ে পড়ল। এই রকম জগতেই বাস করছি আমরা। আমি নাচতে পারি না দোষ দেই উঠানের। আরে আমি যদি নাচতে জানি তাহলে কম আর বেশি সব জায়গাতেই নাচতে পারবো। অনেক সময় দেখা যায়, আমি এমন ভাব করি যে আমিই একমাত্র পারফেক্ট ব্যক্তি কিন্তু আমার সেই পারফেক্টনেস দেখাতে পারছি না পরিস্থিতির কারণে। আসলে বর্তমানে এটাই হচ্ছে অনেকের একমাত্র দর্শন। অন্যকে দোষ দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার মহৎ গুণটি সকল প্রাণীদের মধ্যেই যেন অলৌকিকভাবে রক্তে রক্তে মিশে আছে। কেউ বলুক আর না বলুক সবার অলক্ষ্যেই প্রত্যেকেই নিজেকে রক্ষার অভিনয়টা খুব ভাল করেই রপ্ত করে চলেছেন। তবে হ্যাঁ এটা খারাপ বলছিনা। এটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে যখন এটা বেশি হয়ে যায়, যখন এটা নিজের দুর্বলতা ঢেকে অপরকে দোষী করানো হয়, অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয় তখন সেই মনোভাবকে ভাল না বলে খারাপ বলা মনে করি খারাপ হবে না। অন্যকে দোষ দেওয়াটা যেন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। মনে হচ্ছে এটা যেন লাগামবিহীন ঘোড়ার ন্যায় দ্রুতবেগে চলছে তো চলছেই। আর সবাই সেই ক্ষিপ্ত ঘোড়ার পিছনেই ছুটছে। তাইতো অনেকের মধ্যে ও রাস্তাঘাটে গেলেই দেখতে পাই অন্যের দোষ দেওয়া ও বিচার করার যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের সরকার কি এজন্য নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করেছেন নাকি, যে সবচেয়ে বেশি অন্যের ওপর দোষ চাপাতে পারবে বা দোষ ধরতে পারবে, অন্যকে নিয়ে বেশি খারাপ মুখরোচক আলাপ-আলোচনা করতে পারবে সেই পাবে সেই কাঙ্ক্ষিত নোবেল পুরস্কার। আসলে জানতে অজান্তে অনেকেই এটাই করে যাচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে চলাচলের বিভিন্ন সমস্যা হওয়ার জন্য পথচারীগণ দোষ দেয় রাস্তায় চলা যানবাহনকে, আবার যানবাহন চালকরা দোষ দেয় পথচারীদের। ছোট যানবাহন চালকগণ দোষ দেয় বড় যানবাহন চালকদের আবার বড় যানবাহন চালকগণ দোষ দেয় ছোট যানবাহন চালকদের। পিতামাতারা দোষ দেয় সন্তানদের, সন্তানেরা দোষ দেয় পিতামাতাদের। শিক্ষক দোষ দেয় শিক্ষার্থীদের, শিক্ষার্থী দোষ দেয় শিক্ষকদের। আসলে দোষটা কার? আমি কার? অন্যের ওপর আমাকে চাপিয়ে দিতে কেউ কখনো কৃপণতা করে না। অনেকে নিজেকে পরিশুদ্ধভাবে এমনভাবে অন্যের দোষ দেয় যেন এইমাত্র সে গঙ্গাস্নান করে একেবারে তুলসি পাতায়, পবিত্র জলে ধৌত হয়ে স্বর্গদূতের সমান বা স্বর্গের সবচেয়ে সাধু ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন, একজন পরিপূর্ণ সাধুবাবা। এই পরনিন্দা ও দোষ দেওয়ার আর শেষ নেই, সবার দোষ দেওয়া শেষ হলে পরিশেষে দোষ এসে পড়ে স্বয়ং ঈশ্বরের উপর। বাপরে! মানব জাতির বুকের পাটা দেখে অবাক লাগে। অনেকে বলে ধ্যাৎ ঈশ্বর যে কি ক'রে কিছুই বুঝেনা, কেন আজকের দিনটা এমন, কেন আমাকে এতো কষ্ট দিল, কেন আমি আজ বড়লোক হলাম না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পবিত্র ঈশ্বরের নামে যে আরো কত কি বলা হয় তার আর সীমা নেই। আমি ভাবি ঈশ্বর বলেই এতোটা সহ্য ক'রেন; মানুষ হলে গোষ্ঠি উদ্ধার করে দিতো। তাই আমি প্রার্থনা করি, হায়রে দয়াবান, ধৈর্যশীল ঈশ্বর আমাকে তোমার মতো ধৈর্য দাও, যেন আমিও সবার দেওয়া দোষ, নিন্দা সহ্য করতে পারি। বুঝলি নির্দোষ ভাই, মানুষ বড়ই অবাক প্রাণী। নিজে না পারলে অনেকে আবার কপালে ছিল, কপাল ভাল না বা কপালের দোষ বলে সান্ত্বনা পায়। পরীক্ষা ভাল না হলে বলে কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম থেকে ওঠছিলাম তাই এমনটি হল। অনেকেই আবার নিজের জন্ম নিয়েও বলে, 'কোন পরিবারে যে জন্ম নিলাম বাবা মা গরীব'। আজকাল এমন মানুষেরও অভাব নাই যারা বিদেশে দু'দিন থেকেই নিজের মাতৃভূমিকে বলে, 'বাংলাদেশের মতো বাজে দেশ আর নাই'। কি মারাত্মক অবস্থা রে ভাই, এদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল। মনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি আজ আমার সামনে অন্যের নিন্দা করছে কাল সে অন্যের কাছেও আমার নিন্দা করবে। মানুষ যে কেন বুঝে না যে, আমি আজ যাকে খারাপ বলছি, যার সম্মান নষ্ট করে আমি মনে মনে ভাবছি বেশ করেছি, বাঁশ দিয়েছি, বাস্তবে কিন্তু তা নয়। যার সামনে করছি কাল দেখবে সেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এই ভয়ে যে, সেও হয়তো অন্যের কাছে একইভাবে প্রচারিত হবে দু'দিন পরে। তাইতো কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "পর দোষ তোমার নিকট যে কয়, বলে সে তোমার দোষ অপরের নিশ্চয়"। এভাবে পরচর্চা করা,

পরের নিন্দা করা, অন্যের দোষ দেওয়াটা যে কতটা জঘণ্য কাজ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পবিত্র বাইবেলে কিন্তু পরের বিচার না ক'রে বরং নিজের দোষ শুধরে নেওয়া এই বিষয়ে স্পষ্ট শিক্ষা দিতে গিয়ে যিশু বলেছেন, "পরের বিচার করতে যেয়ো না, যাতে তোমাদের নিজেদেরই বিচারে দাঁড়াতে না হয়! কারণ তোমরা নিজেরা যে-বিচার-নীতিতে পরের বিচার করছ, তোমাদেরও একদিন সেই মতোই বিচার করা হবে। তোমরা নিজেরা এখন যে-মাপকাঠিতে অন্যকে মেপে নিচ্ছ, তোমাদেরও একদিন সেই মাপকাঠিতেই মাপা হবে। তোমার ভাইয়ের চোখে যে-কুটোটুকু রয়েছে, সেদিকে কেন তাকিয়ে আছ, অথচ তোমার চোখেই যে-কড়িকাঠটা রয়েছে, তা যে তুমি দেখছই না! সে কি! তোমার চোখে ওই কড়িকাঠটা থাকতেও তোমার ভাইকে তুমি কেমন করেই বা বলতে যাও: 'একটু দাঁড়াও, তোমার চোখ থেকে ওই কুটোটা বের করে দিই!' ওরে ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটা তুলে ফেল্; তবেই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটা বের করার মতো স্পষ্ট দৃষ্টি পাবি!" *(মথি ৭: ১-৫)*।" এই বিষয়ে কিন্তু যিশু আরো বলেন, "যিশু এবার তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য ক'রেই বললেন: "এমনটি হতেই পারে না যে, মানুষের পতনের কারণ ঘটবে না, কিন্তু হায়রে তেমন লোক, যার জন্যে তা ঘটে! তেমন লোকের গলায় জাঁতাকলের ভারী পাথরটা বেঁধে যদি তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত, তাহলে এই তুচ্ছ মানুষদের একজনেরও পতন ঘটানোর চেয়ে তার পক্ষে সেটাই বরং ভাল হত। তাই নিজেদের সম্বন্ধে সর্তক থেকো তোমরা।" *(লুক ১৭: ১-৩)*। এখন মানুষকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে দেখুন এখন আপনারা কে কি করবেন? আমরা কেউ হয়তো বা একদম উত্তম নই। আর আমার কথাই বা কি বলবো আমিতো নিজেই দোষ। কিন্তু মানুষের তো মানুষ হিসেবে কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু কেন তারা নিজের দোষ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে অন্যেরটার বিষয়ে নাক গলায় তা ভেবে পাইনা। এই পরনিন্দা বা পরচর্চা যে সত্যিই খারাপ তা বলতে গিয়ে প্লিহনী বলেছেন, "সংসারে একটি জিনিস সবচেয়ে বেশি খারাপ, তা হচ্ছে পরচর্চা"। সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেন, "মানুষকে বিচার করে সময় নষ্ট করলে কখনোই তাদেরকে ভালবাসার সময় পাওয়া যাবে না"। অন্যের ভুল দেখে আমরা বরং শিখতে পারি নিজেকে সংশোধন করতে পারি। তাইতো বলা হয়, ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখা অনেক ভাল। লর্ড হ্যালিফা বলেছেন, "সেই সত্যিকারের মানুষ যে অন্যের দোষত্রুটি নিজকে দিয়ে বিবেচনা করে" এবং ডেমোক্রিটাস বলেছেন, "অপরের দোষ অপেক্ষা নিজের দোষ যাচাই করা উত্তম"। সুতরাং এখন আমার উপর নির্ভর করছে আমি কি ধরণের মানুষ হবো"। এতক্ষণ গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের ভাই দোষের হাসি-কান্নার কাহিনী শুনলেন মিস্টার নির্দোষ। আর নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে কিছু কিছু মানুষ যা করতে সবর্দা ব্যস্ত সেও তাই করছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তার মনে রয়েই গেল। তা হলো সমালোচনা ও দোষ। তাই সে দোষ ভাইকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ভাই তাহলে তো আমরা বলি যে সমালোচনা কিন্তু এই পরচর্চা ও সমালোচনার মধ্যে পার্থক্য কি?" মুচকি হাসি দিয়ে দোষ আবার বলতে লাগলো, "সমালোচনা এবং পরনিন্দ বা পরচর্চা কিন্তু ভিন্ন বিষয়। বাংলা অভিধান মতে, সমালোচনার সমাস হল সম্+আলোচনা অর্থাৎ দোষ-গুণ সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করা, ভাল-মন্দের সমান আলোচনা। অন্যদিকে, পরনিন্দার সমাস হল; পর+নিন্দা অর্থাৎ অন্যের কুৎসা বা দোষকীর্তন। এর আরো মারাত্মক অর্থ রয়েছে যেমন; পরচর্চা, পরগ্লানি, পরদোষ, পরচ্ছিদ্র, কানভাঙানি, কালিমা লেপন, চরিত্রহনন, দোষারোপ, গর্হণ, শিকায়েত, তিরস্কার, ভৎসর্না, গালিগালাজ, দর্পহরণ, দর্পচূর্ণ, থোতামুখ ভোঁতা করা, অপকীর্তি, ঘৃণা, অমর্যাদাকর, অপমানসূচক, অবমাননাকর, অগৌরবজনক, নিন্দাজনক, অপবাদমূলক ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোকেরা যা করছে তা পরনিন্দা, সমালোচনা নয়। আসলে কে যে কাকে দোষ দেয় না বা অন্যের নিন্দা করে না সেটাই খুঁজে পাওয়া এ সময়ের সবচেয়ে কষ্টকর একটি কাজ। তবে হ্যাঁ এমন অনেক মানুষ সমাজে রয়েছে যারা এই জঘণ্য কাজ থেকে বিরত থেকে জগতকে সুন্দর করে সাজানোর চেষ্টায় সবর্দা রত। পরের দোষ ধরা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আফরাবেন বলেছেন, "তোমার হাতে যদি প্রচুর অবসর থাকে তবে তুমি গলা ছেড়ে গান করতে চেষ্টা কর, তবু পরচর্চা করে সময় নষ্ট করোনা" এবং ইএইচ স্পারজন বলেছেন, "একজন ভাল মানুষ সহজে অন্যের দোষ খুঁজে পায় না।" মাথা নেড়ে নির্দোষ সায় দিল যে, সে সব বুঝতে পেরেছে। তাই সে বলল, "ভাই আজ শপথ নিলাম আর পরের নিন্দা করবো না। যদি করতেই হয় গঠনমূলক সমালোচনা করবো, তবে তা অন্যকে কষ্ট দিয়ে নয়"। দোষ বলল, "নির্দোষ ভাই শেষে আরেকটি গল্প দিয়ে শেষ করতে চাই; এক কৃষক তার জমিতে কয়েকজন কর্মচারী নিয়োগ করেছেন ধান রোপণ করার জন্য। তাদের মধ্যে একজন কর্মচারী ছিল একটু কুঁজো কিন্তু ধান রোপণে খুবই দক্ষ। সন্ধ্যাবেলা কৃষক জমিতে এসে যা দেখল তাতে একটু কষ্ট পেল কেননা জমিতে ধান রোপণ করা খারাপ হয়েছে। তাই সে বলল, 'আচ্ছা এই লাইন কে রোপণ করেছেন'? একজন আচমকা বললো, 'ঐ কুঁজো রোপণ করেছে'। কৃষক আবার বললেন, 'আর ঐ লাইন কে রোপণ করেছেন' অন্য আরেকজন বললো, 'ঐটাও ঐ কুঁজোই রোপণ করেছে'। এভাবে কৃষক যতবার কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করল কর্মচারীরা শুধুই কুঁজোর দোষ দিল। পরিশেষে কৃষক বলল, 'আচ্ছা এখন আমি বুঝতে পারলাম আমার ক্ষেতের সব ধান ঐ কুঁজোই রোপণ করেছেন। তাহলে এখন কুঁজোই আজকের দিনের মজুরী হিসেবে সব টাকা পাওয়ার যোগ্য। সেজন্য শুধুমাত্র কুঁজো আপনিই থাকেন আর বাকী সবাই চলে যান'। বুঝলি ভাই নির্দোষ এই হল অবস্থা শুধু অন্যের দোষ দেখি, অন্যের উপর দোষ চাপাই আর মজা পাই। এভাবেই যদি অন্যের দোষ ধরি, অন্যকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করি এমন সময় আসবে যখন অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হবে। ভাল হতে গিয়ে খারাপ হয়ে যেতে হবে। এভাবে কারো দোষ না দিয়ে, যার দোষ তার কথা অন্যের কাছে না বলে ব্যক্তিগতভাবে সমাধান দিয়ে ভাল করতে চেষ্টা করি এবং যদি নিজে পরিবর্তন হই তাহলে পৃথিবীতেই স্বর্গ সুখ পাওয়া সম্ভব। এসমস্ত বিষয়াদি ভেবেই আমার মনে অনেক ফূর্তি লাগছে সেই আনন্দেই গান গাইছি আর ভাবছি; এভাবে মানুষ আমাকে নিয়ে আর কত খেলবে? আমাকে নিয়ে আর কত ছোঁড়াছুঁড়ি করবে? তবে আমার কিন্তু ভালোই লাগে কারণ যার মধ্যে আমি আছি সে বলে আমার নাই কিন্তু যার মধ্যে আমি নাই তার মধ্যে গিয়েই আমি লোকাই। তবে কষ্ট লাগে তখনই যখন আমি একজনের মধ্যে আছি কিন্তু আমাকে অস্বীকার করে। আচ্ছা ভাই নির্দোষ আমি কি কারো হতে পারবো না? আমি কি সবসময় নন্দঘোষেরই হয়ে থাকবো?" নির্দোষ জ্ঞানীর মতো উত্তর দিল, "হু, বিষয়টি নিয়ে ধ্যান করতে হবে॥" ❑

মানব পরিত্রাণে গুরুত্বপূর্ণ একটি "হ্যাঁ"

স্বজন ইগ্নেশিউস ক্রুশ

এ নিখিল বিশ্বে সমস্তই এক রহস্য। পিতা পরমেশ্বর এ জগতকে রহস্যের এক চাদরে ঢেকে রেখেছেন। এ জগতে প্রেরণ এ সবই যেন গভীর রহস্য।

পিতা পরমেশ্বর তাঁর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করেছেন যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে। ঈশ্বর হয়েও মানব বেশে যখন মানুষের মাঝে এসেছেন তখন মানুষের কাছে অনেক অজানাই প্রকাশিত হয়েছে। প্রবক্তাদের ঝাঁপ্সা, ধোঁয়াটে সকল বাণী যিশু স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আর সে বাণী এ জগতকে পরিত্রাণ করেছে।

যিশু খ্রিস্টের জন্মের বার্তা স্বর্গদূত গাব্রিয়েল যখন মারীয়াকে দিলেন তখন মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ঈশ্বরের বাণীকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রস্তুত হয়েছে মানব পরিত্রাণের পথ। তাই মানব জাতির পরিত্রাণের পেছনে আছে মা মারীয়ার নীরবতা। কিন্তু এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। আর তাই স্বর্গরাজ্যের এক রহস্য প্রকাশিত হল এক সাধারণ নারীর মাধ্যমে। সে সামান্য নারী হয়ে ওঠেছেন জগৎ জননী, ঈশ্বরের মাতা। মা মারীয়ার আত্মসমর্পণ মানব পরিত্রাণের পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলছেন আমার তাই হোক!" *(লুক ১:৩৮)*। মা মারীয়ার এ সম্মতি পরমেশ্বরের ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ সুগম করেছে।

মা মারীয়া ছিলেন একজন অল্প বয়স্ক নারী। তাই তার মনে ভয় ছিল। কুমারী অবস্থায় গর্ভ ধারণের পরিণতি কী হতে পারে তা সে জানতেন। তাই তিনি স্বর্গদূতকে প্রশ্ন করেছিলেন "তা কী করে হবে?" অর্থাৎ তার মনে সংশয় ছিল। তবু সব কিছুর পর তার মনে ছিল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস। সে বিশ্বাস তাকে এ প্রস্তাব গ্রহণের শক্তি দিয়েছে আর তিনি নিজেকে পিতার পায়ে সঁপে দিয়ে বলেছেন, "আপনি যা বলছেন আমার তাই হোক।"

আর এ সম্মতি এবং ছোট্ট একটি 'হ্যাঁ' এ জগতে এক পরিবর্তন এনেছে। মানুষ ফিরে পেয়েছে স্বর্গের অধিকার। মানুষ পেয়েছে ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকার সুযোগ। মানুষ পেয়েছে ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্টকে।

যিশু তার নিজের প্রাণ দিয়ে এ জগতকে পাপ মুক্ত করেছেন। কিন্তু এখনো আমরা প্রতিনিয়তই পাপ করে চলছি। পিতার পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এ পৃথিবীর সব যুদ্ধ-বিবাদ এ সব দেখে ঈশ্বর জননী মা মারীয়া আজও কাঁদেন। যে পাপ থেকে মুক্ত করতে তাঁর পুত্র ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা প্রতিনিয়ত সে পাপকেই আমাদের জীবনে স্থান দিচ্ছি। আর ঈশ্বর চান আমরা যেন পাপের পথ থেকে ফিরে আসি। মা মারীয়া ও যিশুর মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করি। পাপী যখন পাপের পথ থেকে ফিরে এক নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে তখন কুমারী মারীয়া তার দু'হাত প্রসারিত করে সে একইভাবে সম্মতি জানিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ তোমরা এসো'। সাধু পাদ্রে পিও বলেছেন, 'I wish I had a voice loud enough to tell all the sinners of the world to love mary' অর্থাৎ পাপের এ জগতকে পাপ থেকে মুক্ত করতে আমাদের ফিরে যেতে হবে মা মারীয়ার চরণ তলে। যেন তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেন এবং আবার স্বর্গের পথে ফিরিয়ে আনেন॥ ❑

সেবাদান হল আধ্যাত্মিকতার...

(৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রান্তে এসে দাঁড়ায়, তখন তার চারপাশে আর কাউকেই আপন বলে পায়না অনেকেই। কারণ সবাই তখন নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। তখন আর প্রয়োজন থাকেনা। সবাই তাই দূরে সরে যায়। এই দুঃসময়ে মহান পিতা ঈশ্বর ছাড়া আর বুঝি কেহই পাশে থাকেনা! একমাত্র পিতাঈশ্বরই তাঁর দু'হাত বাড়ায়ে আগলে রাখেন। তাই তখন শুধু একটু সময় সুযোগ থাকে একান্তে নিজের কথা ভাববার। আর এ সময়ে সবচেয়ে বড় শান্তি, পিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা। ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্যে সেই শান্তির সুধা পাওয়া যায়। যে সুধার মাধ্যমে আত্মিক তৃষ্ণা মিটে। আসুন আমরা একটা প্রার্থনার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার সাহায্য ভিক্ষা চাই, 'ওগো সদা জীবন্ত ঈশ্বর! তোমারই জন্য তৃষিত আমার এ প্রাণ! তোমাকেই আমি খুঁজে ফিরি। তোমারই জন্য ব্যাকুল আমি। তোমাকে ছাড়া আমার আত্মা আর অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেনা। সদা জীবন্ত ঈশ্বরে তৃষিত আমার প্রাণ। আমার আত্মা সে স্বর্গীয় ও প্রেমপূর্ণ পিতার দিকে ধাবিত হয়। পবিত্র আত্মারই মাধ্যমে পিতা ঈশ্বর তাঁর পুত্র-কন্যা হিসাবে আমাদের লালন পালন করেন। আমাদের হৃদয়ের জন্য প্রভু যিশুখ্রিস্ট নাম মধুময়। তিনি হলেন আমাদের সুখ-আনন্দ প্রাপ্তির অদম্য আশা। আমেন।'

পরিশেষে বলতে চাই, আসুন আমরা সবাই কাথলিক নার্সেস গীল্ডের মাধ্যমে একান্ত নিজের মনের ও আত্মার শান্তি পেতে চেষ্টা করি। 'সেবা কর দুঃখীজনে, সেবা কর আর্তজনে, সেতো তোর খ্রিস্টসেবা...'- কে আমাদের জীবনের জন্য মূলসুর জেনে ও মেনে নিয়ে আর্ত-পীড়িতদের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করে আমাদের আত্মার ও মনের তৃষ্ণা মিটাই॥ ❑

নম্রতায় জীবন যাপন

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

নম্রতা-ভদ্রতা গুণ দু'টো মানুষের জীবনের এক বিরাট ঐশ্বর্য। সাধারণভাবে বলা যায় নম্রতা অর্থ অহংকার না করা। নিজের ভিতর যে দুর্বলতাগুলি বিদ্যমান সেগুলি চিহ্নিত করা এবং জীবন-যাপনে সেগুলো প্রকাশ হ'তে না দিয়ে নিজেকে শুধরিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় বহন করে। কেননা মানুষের জীবনে অনেক মন্দতা থাকে যেগুলো তার নম্র স্বভাবকে গ্রাস করে। সক্রেটিসের আত্মোপলব্ধিমূলক একটি বাণী আছে "নিজেকে জান।" অর্থাৎ নিজের জীবনের ত্রুটিগুলি এবং সবল দিকগুলি আবিষ্কার করা। নিজের সম্পর্কে ধারণা থাকলে নম্রতার পথ ধরে সার্থকতা আসে। নম্র মনের মানুষেরা সর্বদা চেষ্টা করে থাকে তাদের জীবনের সব রকম কৃতকার্যের বা সফলতার জন্য মহান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা ও তাঁর গৌরব-প্রশংসা করা। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষগুলোর চিহ্ন হলো তারা নম্রতায় চলে। বিনম্র আচরণের জন্য তাদের খ্রিস্টে বিশ্বাসীরূপে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ১পিতর ৫:৫-৬ পদ দুটি এখানে প্রাণিধানযোগ্য "হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও, আর তোমরা সকলেই একজন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর, কেননা "ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদের অনুগ্রহ প্রদান করেন।" অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হাতের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদেরকে উন্নত করেন।"

নম্রতা হচ্ছে রুঢ়তা বা কঠোরতার ঠিক বিপরীত। নম্রতা কথাটি একজন মানুষের বাহিরের কোন কাজ নয়; কিন্তু অন্তরের মনোভাবের কথা বলে। তাই বলা যেতে পারে নম্রতা বলতে ব্যক্তির মৃদু লাজুকতা, মৃদুভাষী, মৃদুশীল, ভদ্র, শালীন, শান্ত স্বভাব, উগ্রতাবিবর্জিত, নিরহঙ্কারকে বুঝায়। নম্রতার পরিচায়ক হল সে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিজের কথা বলতে সংযত, কথাবার্তায় সাবলীল, স্বভাবে মেষবৎ, বিনয়ী। আচরণে মার্জিত, উদ্ধত নয়। সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক, সাদাসিধা, সাদামাটা এবং আমিত্ব বহন করে না। নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য অতি সত্বর দুঃখ প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না। বহু গুণের অধিকারী কিংবা বিশেষ স্বার্থগাঁথা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে জাহির করা থেকে বিরত থাকে। হালকা রসিকতাবোধ সম্পন্ন। 'আমিই সঠিক' এই ধরনের মানসিকতাকে বরদাস্ত করে না। বরং 'আপনারা যতটা কৃতিত্ব দিচ্ছেন কিংবা যতটা মহিয়ান মনে করছেন মোটেও আমি তা নই'। এই ধরণের মনোভাব পোষণ করেন যিনি, তিনিই প্রকৃত নম্র ব্যক্তি। প্রত্যেক মানব সন্তানের এহেন আচরণ তার পরিবার থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করা এবং জীবন-যাপনে তা প্রয়োগ করা অতিশয় অপরিহার্য। উগ্রতা এবং অমার্জিত আচরণের জন্য অনেক প্রতিভাবান মানুষই যারা নিজ পরিবার থেকে শুরু করে কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। তাকে অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পক্ষান্তরে পজিটিভ মানসিকতার সাথে সুন্দর ব্যবহারের কারণে অনেক বরেণ্য মানুষ আছেন যারা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছেন।

অপরপক্ষে মাত্রাতিরিক্ত নম্রতার অর্থই হ'ল কর্কশতা। আমাদের সমাজে এক ধরনের রাজনৈতেক কর্মী বা ব্যক্তিবর্গ আছে যারা ব্যবহারে অমায়িক। তারা ছোট স্বরে নতমুখে কথা ব'লে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু একসময় তাদের থলের বিড়াল বের হয়ে আসে। তখন বোঝা যায় তারা কতটা ভয়ঙ্কর। অন্তরে বিষ ধারণ করে মুখ দিয়ে মধু ঢালে। বিনম্র হওয়া ভাল, কিন্তু প্রয়োজনে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠাও দরকার হয়। কথাবার্তায় বিনয় ভাল কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা থাকতে হয়। ভদ্রতা যে দুর্বলতা নয় সেটা বোঝাতে মাঝে-মাঝে রুঢ় হবারও প্রয়োজন পড়ে। এটা পরিস্কার যে সত্যি কথা মিষ্টি শোনায় না, ক্ষেত্র বিশেষে মিষ্টি কথাও সত্যি নয়। নম্র এবং পজিটিভ মনের মানুষ কখনও তর্ক করে না। যে তর্ক করে সে ভাল মনের মানুষ হয় কিরূপে? নত-নম্র মানুষগুলো নীরবে অথচ দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যায়, তর্ক এড়িয়ে চলে। সাহসী সৈন্য কখনো হিংস্র হয় না, প্রকৃত যোদ্ধা কখনও রেগে ওঠে না। মহান বিজয়ী কখনো ছোট ব্যাপারে অস্ত্র ধরেন না। অন্য মানুষকে ব্যবহার করে ভাল কোন উদ্যোগে জড়িত করতে কিংবা স্বমতে আনতে বিনম্র হ'তে দ্বিধাগ্রস্ত হলে চলে কেমন করে।

মানাসে যিহুদার ইতিহাসে যে কোন রাজার চেয়ে বেশি খারাপ রাজা ছিল। সে ঈশ্বরকে ত্যাগ করে দীর্ঘদিন যাবৎ অনৈতিকতার সাথে শাসন কার্য পরিচালনা করলেও যখন মহা সংকটে ও বিষম ক্লেশের মধ্যে পড়ে তখন সে প্রকৃত অনুশোচনা পূর্বক নত হয়। ফলে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাকে ক্ষমা প্রদান করেন। এতে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে, সবচেয়ে খারাপ ও দুষ্ট পাপীও যদি সরলভাবে নত-নম্র হয়ে ঈশ্বরকে ডাকে, তবে তারাও ঈশ্বরের মহাকৃপা লাভ করতে পারে। ২ বিবরণ ৭:১৪ "আমার প্রজারা যাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হয়েছে, তারা যদি নম্র হয়ে প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং নিজেদের কুপথ থেকে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হতে তা শুনব, তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশ আরোগ্য করব।" যখন আমরা ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পূর্ণরূপে জাগতিকতায় ডুবে যাই, ঈশ্বরকে ও তাঁর ইচ্ছাকে এবং বাইবেলের বাক্যকে তুচ্ছ ও অবহেলা করতে থাকি তখন ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসতে দেন। এটি পিতার একরকম শাসন হিসাবে আমাদের জীবনে আসে, যেন তাঁর ওপর নির্ভর করতে শিখি এবং তাঁর বাক্যকে মর্যাদা দিতে আরম্ভ করি। সদাপ্রভু মরু প্রান্তরে তাঁর লোকদের জীবনে পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট নিয়ে এসেছিলেন যেন তাদেরকে শিক্ষা দেয়া যায় যে, মানুষের জীবনে কেবল দেহকে নিয়েই নয়, বরং তার শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল নির্ভর করে ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্যতার বদৌলতে। এই জন্য তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর প্রান্তরে ইস্রায়েল জাতিকে ভ্রমণ করেছেন যেন তারা ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে নত-নম্র হ'তে শিখে। আজও ঈশ্বর আমাদের জীবনে নানান সমস্যা, জটিলতা, অভাব, দরিদ্রতা, যন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা এবং অসম্মানিত করে থাকেন যেন আমরা সদাপ্রভুর ভয়ে নম্রতায় জীবন-যাপন শুরু করি। সরল অন্তঃকরণ নিয়ে চলি। জীবনের সব ধরনে জটিলতাকে মলবৎ ত্যাগ করি। প্রজ্ঞাবান মহিয়সীগণ বলে গেছেন-বিনয় উন্নতির পথে প্রধান সোপান, বিনয়ে মানব হয় মহা মহিয়ান। মধুর ভাষায় কাজ হবে সফল, তিক্তভাষী পাবে মনে বেদনা কেবল। সম্মুখে যাকেই দেখ তাকেই তোমার চেয়ে উত্তম মনে করার নামই প্রকৃত বিনয়। বিনয়ের সাথে অতি মধুর বচনে, সর্বদা করবে তুষ্ট ছোট বড় জনে। হবে জগৎ জন বান্ধব তোমার, ভালবাসবে সবে অন্তরে অপার। তাহলে বিনয়ী লোকেরা সব সময়ই সম্মান পেতে থাকবে। বিনয়ী লোক কখন নিজের কথা বলে না। অহংকার নিজের পতন ঘটায়, কিন্তু

বিনয় মানুষের মাথায় সম্মানের মুকুট পড়ায়। যদি কখনো অহংকার আসে তবে কবরস্থান থেকে ঘুরে আস। সেখানে তোমার থেকেও সুন্দর, ধনী ও জ্ঞানী মানুষ শুয়ে আছেন। বিনয় হচ্ছে জ্ঞানের ফলশ্রুতি। বিনয় এমন এক সম্পদ, যা দেখে কেউ হিংসা করতে পারে না।

আমাদের সমাজের সকল স্তরের বয়োঃজ্যেষ্ঠ, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষকবৃন্দ, অফিস-আদালতে, প্রাইভেট কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সাথে বিনয় ও নম্র-ভদ্রতাপূর্বক চলা একাধারে সামাজিকভাবে অত্যন্ত আবশ্যক অন্যদিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবার জন্য সকলের সাথে বিনম্র আচরণ ও সহযোগিতার মনোভাব পোষণ পূর্বক জীবন-যাপনে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের সভ্যতা ছাড়া সমাজে, পরিবারে শান্তি আসতে পারে না। প্রজ্ঞা অমার্জিত এবং অহংকারীদের স্পর্শ করে না। হিতোপদেশ ১১:২ পদ অনুসারে "অহংকার আসলে অপমানও আসে, কিন্তু প্রজ্ঞাই নম্র লোকের সহচরী।" আমরা যখন ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে সরে যাই তখন আর হৃদয়ে সরলতা ও নম্রতা ক্রিয়াশীল থাকে না। উগ্রতা ও অহংকারের অধীনে চলে যাই এবং বিপদগ্রস্ত ও অপমানে পিষ্ট হ'তে থাকি। ঈশ্বর এরকম লোকদের সঙ্গে বাস করতে পারেন না। কিন্তু যারা চুর্ণ ও নম্রাত্মা বিশিষ্ট তাদের সঙ্গে থাকেন যেন তারা আত্মিকভাবে জেগে থাকে। রূঢ় আচরণকারীদের মধ্যে পবিত্র আত্মা বাস করলেও তিনি তাদের ভিতর নিষ্প্রভ থাকেন।

পবিত্র বাইবেলে পাওয়া যায় ধর্মপ্রাণ রাজা সফনিয় যিরুশালেম ও যিহুদার বিরুদ্ধে তাদের নীতি ভ্রষ্টতা ও মারাত্মক পাপাচারের অভিযোগ এনে বলেছিলেন, তোমরা সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর, তা হ'লে হয়তো ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে। আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে শান্তি, আর্থিক উন্নতি, সন্তানদের উন্নত জীবন ও ধর্মীয় অনুশাসনের পরিমণ্ডলে জীবন-যাপনে রত থাকলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাব। এই জন্য নিরন্তর নম্রতার অনুসন্ধান করে যেতে হবে। সন্তানদের নিজ বাড়িতেই নম্রতা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে তার চর্চায় সহযোগিতা করে যেতে হবে তা হ'লে এ ধরনের পরিবারগুলি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্বাদের ছায়ায় থাকবে। আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু নিজেই মৃদুশীল ও নম্রচিত্তের, সুতরাং নম্রতার শিক্ষা তাঁর জীবন থেকে সঞ্চয় করা জরুরী। পাপীদের মুক্ত করার জন্য তিনি কিভাবে নিজেকে নত-নম্র করলেন এই দৃষ্টান্ত হৃদয়ে অনুধাবন করে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে নম্র চিত্তের অধিকারী হবার অভিপ্রায়ে। শিশুদের আচরণ এবং মন যেরকম নরম ও সরল; প্রত্যেক বিশ্বাসীকে সেরূপ হ'তে হৃদয়ের মধ্যে বাসনাকে লালন করতে হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত নিজের প্রচেষ্টায় প্রকৃত নম্রতা আসে না। তাই তাঁর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে ওঠার প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। যাকোব ১:২১ "অতএব তোমরা সকল অশুচিতা এবং দুষ্টতার উচ্ছ্বাস ফেলে দিয়ে, মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে।"

সন্তানদের পিতা-মাতা কিংবা গুরুজনেরা, মণ্ডলীর পালক পুরোহিতগণ এবং পরিচালকগণ নিজ নিজ এলাকার ছেলে-মেয়েদের মৃদুভাবে শাসনের নিয়ম-নীতি রেখে বাল্য অবস্থা থেকেই মৃদুতা ও ভয়সহকারে সদাচরণের–যেমন অন্যের সাথে কিভাবে কথা বলবে, উত্তর দিবে কিম্বা কতটুকু বাধ্য থাকবে তা কার্যকর রাখার ব্যবস্থা করতে পারি। কেননা সময়ের দাবি অনুযায়ী মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত এবং সরল অন্তঃকরণ নিয়ে বেড়ে ওঠা জরুরী। যেন ভিতরে একটা সরলতা এবং সহমর্মিতার মানসিকতা বহন করতে পারে। কোন অবস্থাতেই যাতে তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে না ওঠে। কঠিন মনের মানুষগুলো বড় ভয়ঙ্কর, বড় অহমে ভরা এবং বড় অসহায়। বড় অজ্ঞও বটে। সমাজের একটা বড় অংশ এই দলভুক্ত। এরা নিজেরাও ডোবে অনেককে নিয়ে রসাতলে যায়। এই জন্য যতদূর সাধ্য থাকে সন্তানদের সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। তা'হলে দেখা যাবে সময়কালে তাদের কেউ কেউ কালজয়ী কিছু একটা হয়ে ওঠবে। রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতা এবং অহমিকার অবক্ষয় যেন তাদের গ্রাস করতে না পারে। বর্তমান সময়ের ছেলে-মেয়েরা আধুনিক আবিষ্কারের বদৌলতে জগতের দক্ষতায় জ্ঞানী হয়ে ওঠলেও প্রকৃত প্রজ্ঞার নাগাল পাচ্ছে না। আমরা জানি প্রজ্ঞা ঐশরিক। ফলে তারা আত্মিকভাবে দুর্বল থেকে যাচ্ছে এবং হৃদয়ে এক বিরাট শূন্যতা নিয়ে অসুখী অস্থির জীবে পরিণত হচ্ছে।

যিশুখ্রিস্ট তাঁর অন্তরে মৃদুশীল এবং চিত্তে নম্র ছিলেন। সাধু পৌল এবং মোশির নম্রতাও উল্লেখযোগ্য। বাইবেল থেকে তাদের মৃদুশীলতার গল্পগুলি পড়ে তাদের নম্রতার গভীরতা উপলব্ধি করতঃ তাদের আদর্শকে ধারণ ও লালন এবং অনুস্মরণ করার প্রেরণা আজীবন বহন করে যেতে পারি। গণনা পুস্তক ১২: ৩ পদে লেখা আছে– "ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে সকল অপেক্ষা মোশি লোকটা অতিশয় মৃদুশীল ছিলেন।" মোশির নম্রতার প্রধান উৎস ছিল ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রভুত্বের প্রতি তাঁর বিনম্র নির্ভরতা। এই গুণটি তাকে মৃদুশীল করে তুলেছিল, ও সমস্ত স্বার্থপরতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মোশি তার সাহায্য ও রক্ষার জন্য ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করতেন ও বিশ্বাস করতেন। পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বর নত নম্রদের সাহায্য করতে আনন্দ পান।

বর্তমান সময়ে সমাজে প্রজ্ঞাবান মানুষের অভাব অতি প্রকট। এক বিরাট অংশ আছেন যারা নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী ভাবেন এবং ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা জাহিরও করেন। জগতের জ্ঞান নিয়ে আত্মদম্ভে বেসামাল আচরণ করেন। উগ্র মানসিকতা আর অহমে ভরা হৃদয় নিয়ে সমাজের উচ্চাসনে বসে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল এবং ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভে ব্যর্থ বারংবার। প্রমাণস্বরূপ আমাদের চারিপাশে একটু খোলা চোখ দিয়ে অনুসন্ধান চালালেই বুঝা যেতে পারে। এরা জগতের জ্ঞানে এবং অহমিকায় কতটা আচ্ছন্ন। এহেন পরিস্থিতি কারো কাম্য নয়। কোন কোন সম্প্রদায়/ মণ্ডলী এহেন ব্যক্তিদের কবলে আটকে গিয়ে বেহাল দুর্গতির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিশ্বাসীদের অনেকে হতাশায় অন্যত্র সরে যাচ্ছেন। বাহিরে চকচককারী এহেন নেতারা তাদের মন্দ ইগো, উগ্র অহমিকা দিয়ে সংগঠিত করে ধরে রাখতে ব্যর্থ। এদের অনেকে শুধু ব্যস্ত নিজেকে প্রশংসিত এবং খ্যাতিমান করা নিয়ে। ঈশ্বর গৌণ আর মুখ্য আত্ম-প্রচারণা। ঈশ্বরকে মুখোশ বানিয়ে তা পরিধান করে জনগণের মঙ্গল সাধন কি আদৌ সম্ভব? ঈশ্বরের লোকদের অপরাপর গুণাবলীসহ নরম স্বভাবের অধিকারী হয়ে তাঁর ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতাকে ধারণ ও লালন করে পরিচর্যার কাজ করে যেতে হয়। আমাদের ভিতর এই বোধ এবং ভয় জাগ্রত হউক যে "অহংকার মিশে যাবে মাটিতে, ছাই হয়ে যাবে শরীর, আজ যে রাজা কাল সে ফকির, পুরো খেলাটাই ঘড়ির।" ❑

সাধু ডন বস্কো

জানুয়ারি ৩১

ডন বস্কোর অন্য নাম ছিল জিয়োভান্নী। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট ইতালি প্রিডেমন্ট অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পরিবার ছিল এক কৃষক পরিবার। তাঁদের পরিবার ছিল গরীব। ডন বস্কোর বয়স যখন মাত্র ২ বৎসর তাঁর বাবা মারা যায়। সেদিন থেকে মা মার্গারেট তাঁর দায়িত্ব নেন। ঝঞ্ঝা প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবেশেই শৈশবের দিনগুলি তাঁর কাটে। মার্গারেট শিক্ষার উপাদানস্বরূপ কর্মকেই বেছে নিয়েছিলেন।

বাল্যকালে সার্কাস পার্টির লোকদের দেখাদেখি ডন বস্কো নানা ধরনের কলাকৌশল আয়ত্ত্ব করেন। তিনি ছোট ছেলেদের জড়ো করে বালকসুলভ খেলার আয়োজন করতেন। গির্জায় যে ধর্মোপদেশ শুনতেন তা তিনি ঐ ছেলেদের সামনে পুনরাবৃত্তি করতেন। তিনি প্রায়ই মেলা, পর্বোৎসব ও সার্কাস খেলা দেখতে যেতেন এবং এখান থেকে যাদু বিদ্যার কলাকৌশলগুলো শিখে নিতেন। শৈশব অবস্থায়ই ডন বস্কো বাধ্য হন পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করতে। ডন বস্কো নিজে বিনা অর্থে যাদুবিদ্যা দেখাতেন এবং এই সুযোগে ঐশবাণী প্রচার করতেন।

শিশুকালে ডন বস্কো রাখাল বালক হিসাবে নিজেদের গরু ছাগল নিয়ে মাঠে চরাতে যেতেন। এখানে অন্যান্য রাখাল বালকদের সাথে তিনি বাইবেল থেকে ছোট ছোট নানা প্রশ্নোত্তর আলোচনা করতেন। সৎ ভাই আন্তনী কোন এক সময় ডন বস্কোর উপর চড়াও হয়ে ওঠল। তাই মা মার্গারেট তা বুঝতে পেরে এবং পরিবারে শান্তি বজায় রাখার জন্য ডন বস্কোকে ম্যাঙ্গোলিয়ার এক ফার্মে পাঠিয়ে দিলেন। ডন বস্কো সেখানে কর্মনিষ্ঠার সাথে কাজ করতে লাগলেন এবং একই সাথে প্রার্থনা এবং খ্রিস্টীয় জীবন যাপনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠলেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠতা অচিরেই ফার্মের মালিক ও অন্যান্য কর্মচারী দ্বারা প্রশংসিত হলো।

১৩ বৎরস বয়সে ডন বস্কো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। প্রথমে কৃষক, পরে এক দর্জি, তারপরে এক রুটি প্রস্তুতকারক, এক জুতো নির্মাতা এবং শেষে এক ছুতোর মিস্ত্রীর সাথে কাজ করেন। এভাবে কাজ করতে করতেই তিনি পড়াশুনা চালিয়ে যান।

একটু বেশি বয়সে তিনি স্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি চিয়েরী স্কুলে যখন পড়াশুনা শুরু করলেন, সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে একটি উদাহরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এক মুহূর্তকাল অযথা সময় নষ্ট না করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিজের বিদ্যালাভের প্রতি সদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি বুঝতেন যে, অলসতাই সকল অপকর্মের উৎস। তাই তিনি প্রতিটা মুহূর্তকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন। কিন্তু একমাত্র পড়শুনাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। অবসর সময়ে তিনি সেলাই, রান্না, গান ইত্যাদি শিখতেও সচেষ্ট থাকতেন। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর সকল কাজের মধ্য দিয়ে প্রশংসিত করতে ভীষণ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এ সকল কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে ভবিষ্যতের একজন বিস্ময়কর ক্লান্তিহীন কর্মী হিসাবে প্রস্তুত করতে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

স্কুল জীবনের পড়াশুনা শেষ করে তুরিনের কলেজে ভর্তি হন। কলেজের বেতন পরিশোধ করার জন্য তাঁকে ছুতার মিস্ত্রি, দর্জি, রুটি প্রস্তুতকারক ইত্যাদি কাজগুলি করতে হতো। কলেজের পর সেমিনারীর পড়াশুনা শেষে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে একজন পুরোহিত হন।

একজন পুরোহিত হিসাবে তাঁর কাজের কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। তিনি এটা জানতেন যে একজন পুরোহিতের মহত্ত্ব তাঁর কাজের মধ্যেই নিহিত। ফাদার ডন বস্কো প্রায়ই বলতেন, "আমি কি বিশ্রাম নিতে পারি যখন শয়তান তার কাজে ক্লান্তিহীন।"

পুরোহিত হওয়ার পর যুবক-যুবতীদের কাথলিক বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষাদান কাজে নিজেকে ন্যস্ত করেন। পাশাপাশি কিভাবে

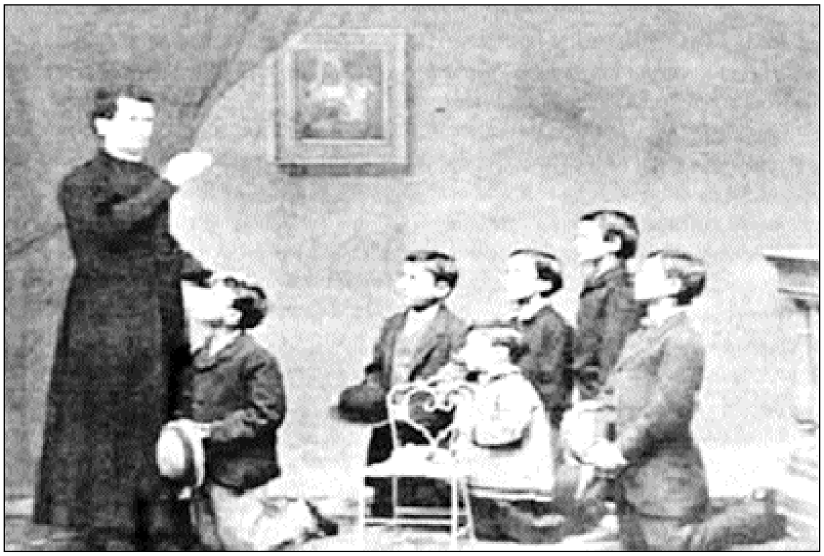

রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসাবে ভালমত বসবাস করা যায় এবং ভাল নাগরিক হওয়া যায় সেই শিক্ষাও তিনি ছেলেমেয়েদের দিতেন। ছেলেরা ফাদার ডন বস্কোকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তাদের মেলামেশার, খেলার এবং প্রার্থনার জায়গার ব্যবস্থা করে দিতেন। প্রতিবেশীরা ছেলেদের হৈ চৈ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললে ফাদার ডন বস্কো মাঠে একটি গোশাল ঘর ভাড়া নেন। সেটাকে তিনি নাম দেন ওরাটরি। এভাবে তিনি বেশ কয়টি ওরাটরি চালু করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো প্রার্থনা এবং সাক্রামেন্ত সকল হচ্ছে ভালো ছেলে তৈরী করার সেরা উপায়।

তিনি তাঁর ছাত্রদের খুব ভালবাসতেন। তাঁদেরকে একত্রিত করার জন্য তিনি সব উপায় বা মাধ্যম ব্যবহার করতেন। তিনি চাইতেন তারা এক স্থানে আসুক, পড়াশুনা

করুক, প্রার্থনা করুক এবং সংঘবদ্ধ দল হিসাবে খেলাধুলা করুক। তিনি অনাথ ও শিক্ষানবিসদের ধর্মশিক্ষা ক্লাশ নিতেন। অনাথ মেয়েদের একটি আশ্রমে তিনি চ্যাপলিন হিসাবে কাজ করতেন। তিনি ছোট ছোট পত্র লিখতেন। পত্রগুলো তিনি অতি সাধারণ ভাষায় বিশ্বাসের বিষয়গুলি শিশুদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। পত্রের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে খ্রিস্টীয় জীবনযাপনে এবং জীবন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে খ্রিস্টের আদর্শ তোলে ধরার জন্য উৎসাহিত করতেন।

ইতালির তুরিন শহরে ফাদার ডন বস্কো তাঁর যাজকীয় সেবাকাজ করেন। একজন পুরোহিত হিসাবে তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। এখানেই তিনি দেখতে পান শিশুরা কারাগারে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছেন এবং খুবই লজ্জাকর ও মন্দ অবস্থার মধ্যে আছে। তখন থেকেই এই সমস্ত দুর্ভাগা ছেলে-মেয়েদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন ছেঁড়া, নোংরা কাপড় পরে আসার জন্য কিভাবে একটি দুরন্ত শিশুকে গির্জার সাক্রিস্টান খ্রিস্টযাগে সেবক হতে দেন নি। সেই দিনটি ছিল কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের পার্বণ। ফাদার বস্কো ছেলেটিকে ডাকলেন। তার নাম ছিল বার্থোলমিয় গার্লি। বার্থোলমিয়ই হলেন তাঁর ওরাটরির প্রথম ছেলে। এই ওরাটরিই পরবর্তীতে দুর্ভাগা ছেলেমেয়েদের জন্য একটি স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । এটাকে “ওরাটরি” বলা হয় কারণ এটা এমন একটা স্থান যেখানে সাধু ফিলিপ নেরীর মতো ফাদারও জড়িত ছিলেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে যেখানে এই স্থানে মাত্র ২০জন ছেলে ছিল, সেখানে তাঁর দয়া ও সহানুভূতিশীল ব্যবহারের জন্য ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৪০০জনে।

ফাদার ডন বস্কোকে অনেক কষ্ট ও বেদনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কারণ তাঁর কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করছিলেন পরিত্যক্ত ছেলেদের নিয়ে এভাবে আশ্রমে জড় করা আরেকটা নতুন উপদ্রব। তাঁরা ফাদার বস্কোর এসব কার্যকলাপে ভাবতে লাগলেন ফাদার বস্কোর মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ফাদার ডন বস্কোকে এসব বাধা-বিপত্তির কারণে তাঁর এইসব ছেলেদের স্থায়ী বাসস্থান খোঁজার জন্যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়েছে। এ কাজে তিনি তাঁর মায়ের অনেক সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছেন। “ওরাটরির” সাফল্যের জন্যে তাঁর মা তাঁর জীবনের শেষ দশটি বৎসর ফাদার বস্কোকে সহায়তা দেন। ঈশ্বর সব সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাই তিনি তাঁর কাজে সফল হন। তাঁর বিনম্র আশ্রমে আশ্রয়প্রাপ্ত ছেলেদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তুরিন শহরেরই মধ্যে একটি গির্জাঘর তৈরী করেন। এটি তৈরী করার জন্য টাকা সংগ্রহে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়।

ফাদার ডন বস্কো তাঁর জীবনের পবিত্রতা ও নিয়মিত ধর্মোপদেশ দ্বারা তাঁর প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে, পাপস্বীকারে যেতে এবং পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের আগ্রহী করতে সক্ষম হন। ছাত্রদের কখনও তিনি খেলাধুলা করতে নিষেধ করতেন না। কিন্তু তাঁরা যেন পাপ না করে সে ব্যাপারে সর্তক করে দিতেন। তারা তাঁর প্রতিটি পরামর্শ মেনে চলতেন।

ফাদার ডন বস্কো সালেসিয়ান যাজক সম্প্রদায়টি স্থাপন করেন। অনেকে তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে ফাদার-সিস্টার হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তাঁর সম্প্রদায়ের যাজকগণ বালক, কিশোর এবং যুবকদের মাঝে সেবাকাজে সাহায্য করতেন। তাঁরা অন্যান্য দেশে গিয়েও ছেলেদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ফাদার বস্কো বিভিন্ন পেশার স্কুলও চালু করেন যাতে ছেলেরা ঐ সকল পেশায় নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন।

তিনি উপদেশমূলক অনেক পুস্তিকা লিখেন। সেগুলো তাঁর ছেলেরা ছাপিয়ে লোকদের মাঝে বিতরণ করতেন।

তাঁর ক্লান্তিহীন পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক প্রার্থনাই ছিল প্রতিদিনের পুষ্টি বিধান। তিনি ছিলেন একজন পুরোহিত এবং পরামর্শদাতা। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা পাপস্বীকার শুনতেন এবং পাপীদের অন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ এবং উপদেশ দিতেন। তিনি গির্জা, কর্মশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দরিদ্র, নিপীড়িত যুব সমাজকে নিজেই তত্ত্বাবধান করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ফাদার বস্কো প্রতিদিন তিন থেকে চারবার শহরের হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করতেন এবং খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত বিতরণসহ অসুস্থ ব্যক্তিদের সান্তনা ও তাদের সেবাকাজে নিয়োজিত থাকতেন। ধর্মোপদেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি ছিলেন ফলপ্রসূ এবং আন্তরিক। প্রায়ই তাঁকে বিভিন্নস্থানে উপদেশ এবং নভেনার জন্য আহবান করা হতো, আর তিনি কখনো না বলতেন না।

ফাদার বস্কো নিজেকে কখনও বিদ্যান ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করেননি। তবুও তিনি কিছুটা প্রকাশনার কাজেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন প্রকাশনা সুসমাচার প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতে পছন্দ করতেন। একজন দাতা একবার ডন বস্কোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনি কিছু বিশ্রাম নেন না কেন?” ফাদার ডন বস্কো দ্বিধা না করে উত্তর দিয়েছিলেন, “আপনি কি জানেন না যে, একজন পুরোহিতের বিশ্রাম স্থল স্বর্গে? ঈশ্বরের কাছে আমাদের কাজ এবং সময়ের জবাবদিহিতা অনেক বেশি।”

এক সময় ফাদার ডন বস্কো অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। পোপ একাদশ পিউস ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাধু শ্রেণীভুক্ত করেন॥ ❑

প্রিয় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

আশীষ গমেজ

ছোট বেলার রবিবারের
প্রিয় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
মধ্য বয়সে পদার্পণে
ততটাই ভালবাসি।

তোমার মাঝে খুঁজে পাই
বাংলার খ্রিস্টমণ্ডলীর সংবাদ
বিশ্ব মণ্ডলীর তথ্য সমগ্র ও
তোমাতে পাই অবাদ।

ছোট গল্প, ছড়া, কবিতা
তোমার থেকে শেখা,
ক্ষুদে লেখকদের আত্মপ্রকাশ
তোমার পাতায় লেখা।
নিরপেক্ষ, সত্য সংবাদে
তোমার নেই জুড়ি
ধর্মীয় ও মাণ্ডলীক অনুশাসনে
তোমায় প্রণাম করি।

প্রবাস জীবনেও তোমায় আমি
অগাত ভালবাসি,
তুমি আমার বাল্যবেলার প্রেম
প্রিয় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

কোথা পরিত্রাণ
মার্সেল কান্টা

অনিন্দ্য বিশ্বসৃষ্টি স্থিতিশীল কবে?
জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না চিরনিত্য ভবে ।
ধরিত্রী স্নেহছায়ে আগলে রাখে প্রাণে,
মায়াডোর ছিন্নভিন্ন নিয়তির টানে ।
জরা ব্যাধি মৃত্যুভয়ে আকুলিত প্রাণ,
নিঃসার মরজগত কোথা পরিত্রাণ?
প্রলয়ঙ্কর অমানিশা সুচিভেদ্য কালো,
প্রত্যাশার সমাপণ প্রকাশিত আলো ।
নশ্বর বিশ্ব প্রকৃতি মানুষ আমৃতময়,
খ্রিস্ট পুনরুত্থিত মৃত্যু অকুতোভয় ।

জনারণ্যে মঙ্গলবাণী প্রাণবন্ত সেবাকার্য,
নির্যাতন যাতনা অকাতরে শিরোধার্য ।
সত্ত্বার জাগরণে প্রসন্ন প্রাণ-মন,
প্রশান্ত আত্মদান শাশ্বত পুনর্মিলন॥

নিবেদন
পারনীল এ গমেজ

নিবেদিত জীবন হয় সুন্দর
নিবেদিত জীবন হয় উজ্জ্বল,
যদি তুমি গ্রহণ কর শপথ
থাকবে তুমি পবিত্র চিরকাল-অবিচল ।

নিবেদিত জীবন হয় সুন্দর ফুলের মত
যদি তুমি হতে পার, সেই ফুলের মত পবিত্র,
সুবাসিত করতে পার চারিদিক
যদি তোমার হৃদয়ে থাকে পবিত্রতা ।

তুমি হতে পার সবার হৃদয়ের মানুষ,
তুমি হতে পার ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মানুষ ।
যদি তুমি হতে পার, সেই জ্বলন্ত প্রদীপ
যে প্রদীপ নিজেকে ক্ষয় করে,
অন্যকে আলো দান করে ।

ঠিক তেমনি, যদি তুমি হতে পার প্রদীপেরই মত,
তবে তুমি হয়ে যাবে, সত্যিকারের নিবেদিত ।
যদি তুমি শপথ কর, আমি থাকব চিরকাল ।
তোমারই পথে অবিচল ।

সৃষ্টিকর্তা আপন রহস্যে বেগবান
এলড্রিক বিশ্বাস

একান্তভাবে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকলে
তিনি কি আমাদের কথা শুনেন
সেটা আনন্দে, কোলাহলে, বিপদে পড়ে
নয়তোবা প্রার্থনা গৃহে গিয়ে
আবার একান্তভাবে নিশি জাগরণে ।
মনের মধ্যে জমে থাকা কথাগুলো
আমরা কি জানাই তাঁকে
না কি ছন্দ পতনে হারিয়ে ফেলি
জানাবার ইচ্ছাগুলো.....
কেন! কেন! একাগ্র হতে পারিনা ।

আমরা কি ধ্যানে মগ্ন হই
ঈশ্বরকে একান্তভাবে পেতে চাই
সমস্ত মন-প্রাণ একাত্ম হয়ে
হৃদয়কে পবিত্র করার মানসে
অন্তরের গভীরতা দিয়ে
কিভাবে ডাকি পিতা পরমেশ্বরকে ।

ক্রুশীয় মৃত্যুতে প্রভু যিশুখ্রিস্ট
পিতার ইচ্ছা পূরণ করেছেন-
শিষ্যদের পবিত্রাত্মার শক্তি দিয়ে
মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়েছেন
যেন এ জগতের মানুষ
পিতার কথা পুত্রের মাধ্যমে
অগণিত মানুষকে জানাতে পারে
এখানেই পিতার মহৎ পরিকল্পনার রূপ
দিনকে দিন ছড়িয়ে পড়েছে
সৃষ্টিকর্তার অপার রহস্যে বেগবান
যা সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান সত্যে॥

দূষণ
বিভুদান বৈরাগী

শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, দূষণ করতে নেই যেন সংশয়,
পানি দূষণ, নদী দূষণ, মাটি দূষণ, দূষণ বিশ্বময় ।
দেখছি খাদ্যে দূষণ, দুধে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল,
মানছে না কেউ বিএসটিআই-এর নীতির
বেড়াজাল ।
এবার দেখছি মানুষের স্বভাব দূষণ,দুর্নীতি ও
কালো টাকার ছড়াছড়ি,
দুর্বৃত্তরা দুর্নীতি করে রাতারাতি টাকা কামাই
করছে কারী কারী ।
এদের চরিত্র দূষণ, কথা দূষণ, দূষণ ব্যবহার,
এরা টাকার লোভে ক্ষমতার করছে
অপব্যবহার ।
দূষণমুক্ত করবে যারা ধরছে তাদের দূষণ রোগে,
এ রোগ দেখা যায় না, ছোঁয়া যায়না,
বইছে দ্রুতবেগে ।
কর্মকর্তা, কর্মচারি দূষণ রোগি হালকা ভারী,
রাতারাতি করছে তারা বিসাল বহুল বাড়ি-গাড়ি ।
মাদক নেশা, জুয়া খেলা আর ক্যাসিনো বাণিজ্য,
দুর্বৃত্তদের কছে এটা ধনী হওয়ার সহজ উপার্জ্য ।
সুবিধাবদীরা রাজনৈতিক হাওয়া বুঝে ধরে পাল,
অসাধু উপায়ে গড়ে তোলে বিত্ত-বৈভের দেয়াল ।
মানছে না কেউ নীতিমালা, ধর্মীয় অনুশাসন
আর বিধি-বিধান,
নৈতিক স্খলন রোধে সরকারের শুদ্ধি অভিযান
হউক বেগবান ।

জীবন তরী
স্পর্শ মার্ক পালমা

জীবন-তরী বয়ে যায়
শান্ত জলের উপরই বয়ে যায় ।
যেদিকে মোড় ঘুড়াই সেদিকেই শুধু চলে যায় ।

মানে না কোনো ঝড় ,
বাধা-বিঘ্ন ভয় ।
তবুও চলে সেই তরী,
যতক্ষণ না হাল ছাড়ি ।

তরীর পাল বাতাসে বয় যেদিকে,
তরীও ঠিক ছুটে পালায় সেদিকে ।
বুঝেনা কোন অবুঝ কারণ ,
মানে না কারো বারণ ।

সেই তরী, শুধু ছুটে যায়,
সময়ের মতো নদীর স্রোতেই চলে যায় ।
মানে না কোনো বাধা-বিপদ সেই তরী,
তাই সেই তরীই জীবনের লক্ষ্য অর্জনকারী

অনুতাপ
উচ্ছাস রোজারিও

পাপের অন্ধকারে ডুবে আছে চারিদিক
নেই তো কোথাও মনুষ্যত্ব
মানুষই করছে কুলষিত এ পৃথিবী
বরণ করে শয়তানের দাসত্ব ।

অন্তর গভীরে নেই কোন ত্যাগস্বীকার
হয়ে উঠছে দিনদিন স্বার্থপর
করছে হিংসা, হচ্ছে লোভী
নিচ্ছে কাঁধে পাপের ভার ।

এক খণ্ড জমি নিয়ে করে টানাটানি
ছড়াচ্ছে কলহ-বিবাদের বারতা
হৃদয়ের ভিতর পুষে রাখে অহংকার
জায়গা পায় না উদারতার ।

মৃত্যুর পর কোথায় স্থান পাবে
চিন্তা করে না কেউ মনে-মনে
সবাই আছে নিজের সুখে
পতিত হচ্ছে পাপে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে

সময় আছে এখনো হে মানব,
পাপের ক্ষমা চাও অনুতপ্ত মনে
খ্রিস্টকে অন্তরে বরণ করে
প্রকৃত সুখী হও এ জীবনে ।

কবিতার পাতা

করোনা ভাইরাস

প্রতিবেশী ডেস্ক ▌ সম্প্রতি করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ববাসী। এই ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে পর্যটক, ধূমপায়ী, বয়স্ক এবং শিশুরা। এই করোনা ভাইরাস চীনের

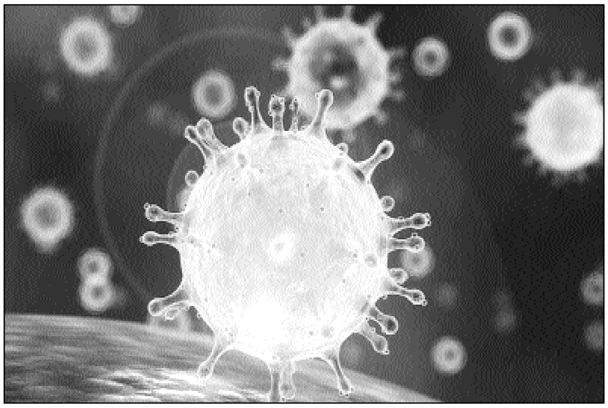

উহান শহরে সনাক্ত করা গেছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দেশে এর সংক্রমণ ঘটেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধারণা করছে যে, ভাইরাসটি কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে সংক্রমণ ঘটেছে। এটি শ্বাসনালী ও ফুসফুসে দ্রুত সংক্রমণ ঘটায়। এর লক্ষণ দেখা দিতে সময় লাগে কমপক্ষে ৫ দিন। এই ভাইরাস একজনের দেহ থেকে অন্য দেহে ছড়াতে পারে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ হল বুকে সর্দি-কফ জমা, ১০০ ডিগ্রির বেশি জ্বর, হাঁচি, শুকনো কাশি, বুকে ব্যথা, গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং নিউমোনিয়া। আক্রান্তদের শরীরে এন্টিবায়োটিক কোন কাজ করে না। যেহেতু এই করোনা ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার হয় নি। প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে কেবল উপসর্গের উপশম সম্ভব। তাই করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে নিজেকেই কিছু সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে যা নিম্নে দেয়া হল:-

১. আক্রান্ত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ এবং সংক্রমিত বস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে।

২. নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

৩. সাবান দিয়ে বার-বার হাত ধুতে হবে। প্রয়োজনে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে।

৪. হাঁচি এবং কাশির জন্য টিস্যু ব্যবহার করুন। ব্যবহারকৃত টিস্যু ডাস্টবিনে ফেলুন।

৫. নাক বা হাত ঘষা থেকে বিরত থাকুন।

৬. বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।

৭. হাঁচি ও কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখতে হবে।

৮. ট্রেন বা বাসে চলাচল করার ক্ষেত্রে হাতে গ্লাবস্ ব্যবহার করুন। গ্লাবস্ খুলে ফেলার পর হাত না ধুয়ে চোখে ও মুখে হাত দিবেন না। গ্লাবস্ পড়ার আগে সাবান ও গরম পানি নিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

৯. কিচেন ও বাথরুমের পুরনো টাওয়াল পরিবর্তন করে নতুন টাওয়াল ব্যবহার করুন। ব্যবহারকৃত টাওয়ালগুলো ধুয়ে ভালভাবে শুকাতে হবে। অন্যের ব্যবহারকৃত টাওয়াল ব্যবহার করবেন না। শিশুদেরও নিজ নিজ টাওয়াল ব্যবহারে নির্দেশনা দিন।

১০. উন্মুক্ত স্থানে ভীড় এড়িয়ে চলুন।

১১. যতদিন করোনা ভাইরাসের উৎসের সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন জবাইকৃত মাছ, প্রাণীর মাংস খাওয়া এবং কেনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২. কাপ এবং চামচ সহভাগিতা করা থেকে বিরত থাকুন। খাবারের তৈজসপত্র ভালভাবে ধুতে হবে।

১৩. নিউমোনিয়া বা ঠাণ্ডাজনিত কোন সমস্যা দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসা নিন।

সর্বোপরি, উপরোক্ত নির্দেশাবলি মেনে চললে প্রাথমিকভাবে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে। তাই সকলকে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র : বিবিসি; স্কয়ার হাসপাতাল লিঃ; এবং লেবেইড

হাড় ক্ষয় প্রতিরোধে টিপস্সমূহ

হাড় ক্ষয় বা অস্টিওপরোসিস একটি নীরব ঘাতক। যা নিয়ে বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাই উদ্বিগ্ন। সাধারণত হরমোনাল কারণে এ সমস্যা হয়ে থাকে। পঞ্চাশ বছরের পর থেকেই এর লক্ষণগুলো ধীরে-ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে। এ অবস্থায় হাড় দুর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। যাদের হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেশি তাদের হাড়ের ঘনত্ব দ্রুত কমতে থাকে। তুলনামূলকভাবে নারীদের এই সমস্যাটা বেশি হয়ে থাকে। এ ধরনের সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অনেকেই উপায় খুঁজে থাকেন। যারা এ সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছেন বা ঝুঁকিতে আছেন, তাদের জন্য হাড় ক্ষয় প্রতিরোধে থাকছে কিছু টিপস্। নিম্নে বর্ণিত টিপস্গুলো অনুশীলন করলে কিছুটা হলেও হাড় ক্ষয় প্রতিরোধে সুফল পাবেন।

১. দুধ, দই, ব্রকলি, কাঠবাদাম, কমলার রস ইত্যাদি খাবার খেতে হবে।

২. নিয়মিত ব্যায়াম করুন যেন রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়।

৩. নিয়মিত এবং পরিমাণমত ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি জাতীয় খাবার গ্রহণ।

৪. ধূমপান এবং মদ্যপান ত্যাগ করুন।

৫. অতিরিক্ত ওজন বহন করবেন না।

৬. ডায়াবেটিস, লিভার, কিডনি রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৭. যেসব কাজে হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি আছে এমন কাজ এড়িয়ে চলুন।

৮. ওমিপ্রাজল দীর্ঘদিন গ্রহণে বিরত থাকুন।

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, যুগান্তর, এনটিভি

মোবাইল কথোপকথন

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

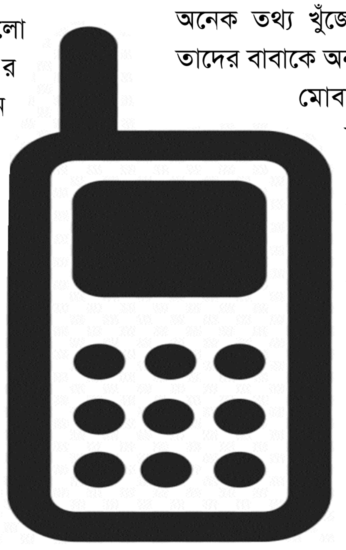

বর্তমানে যোগাযোগের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো মোবাইল। অনেকে এর ব্যবহার সম্পর্কে জানে আবার অনেকে এর সঠিক ব্যবহারে অসচেতন। তাই অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় ছেলে-মেয়েরা এর সঠিক ব্যবহার না জানার কারণে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

রিকি ও অরিত্র দুই বন্ধু। তাদের পারিবরিক অবস্থা তেমন খারাপ নয়। দু'জনের বাবাই বিদেশে চাকুরী করে। তারা দুই বন্ধুই ১০ম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশুনার ক্ষেত্রে অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়ার জন্য তারা তাদের বাবাকে অনুরোধ করে যেন একটি মোবাইল পাঠায় তাদের জন্য। আর সত্যি দুই বাবাই দু'বন্ধুর জন্য সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল পাঠিয়ে দেন। দু'বন্ধু নতুন ও দামী মোবাইল হাতে পেয়ে পড়াশুনা বাদ দিয়ে শুধু মোবাইলে চিৎকার করে, উচ্চস্বরে কথোপকথন করে এমনকি খাবার টেবিলে বসেও মোবাইল ফোনে কথোপকথন চালিয়ে যায় যা মোটেও প্রত্যাশিত বিষয় নয়। তবে এ বিষয়াদি তাদের মায়েদের চোখে ধরা পড়ে এবং মায়েরাই দুই ছেলেকে শিক্ষা দেন। কিভাবে মোবাইল ফোনে কথোপকথন করতে হয় এই সম্পর্কে দুই মা-ই বলেন, যানবাহন কিংবা পাবলিক জায়গায় মোবাইল কথোপথনে আরও বিচক্ষণ ও ভদ্র হওয়া উচিত। পাবলিক জায়গায় মোবাইল ফোন silence মুড়ে রাখাই শ্রেয়। তাছাড়া কথোপকথস খুব বেশি জরুরী না হলে, নিচুস্বরে কথা বলাই ভদ্রতার লক্ষণ।

রিকি ও অরিত্রের মা দু'জনেই শিক্ষিত। তাই তারা সন্তানের কল্যাণে তাদেরকে সর্বদা সুপরামর্শ দেন যেন তারা গির্জায় গিয়েও কখনো খ্রিস্টযাগ চলাকালে মোবাইল কথোপকথনে সচেতন থাকে এবং এর ব্যবহার প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠে।

এসো সোনামণিরা, আমরা ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে মোবাইল কথোপকথনে দায়িত্বশীল, বিবেকবান, শুদ্ধভাবে কথা বলার চর্চা শুরু করি যেন অন্যদের বিরক্তির কারণ হয়ে না দাঁড়াই॥

বেঁচে থাকা

যিশু বাউল

বেঁচে থাকা সর্বদাই আনন্দের
বেঁচে থাকা নিরন্তর প্রতিযোগিতার,
বেঁচে থাকা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা করার
বেঁচে থাকা বিরামহীন পথ চলার।

বেঁচে থাকা প্রত্যাশার সারথিতে এগিয়ে যাওয়ার
বেঁচে থাকা আশা নিরাশার তরী বেয়ে সামনে চলা,
বেঁচে থাকা ধর্মকর্মে সর্বদাই মনোনিবেশ করা
বেঁচে থাকা হতাশার গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করা।

বেঁচে থাকা বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহভাগিতায় ঘর বাধা
বেঁচে থাকা নীরব নিরিবিলিতে স্রষ্টার উপলব্ধি করা,
বেঁচে থাকা সততা আর সাহসিকতায় জীবন যাপন করা
বেঁচে থাকা সম্পূর্ণ সত্ত্বায় স্রষ্টার সম্মুখীন হওয়া।

বেঁচে থাকা নিত্য দিন স্রষ্টার গুণগান করা
বেঁচে থাকা যা আছে তা নিয়ে সুখ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করা,
বেঁচে থাকা স্রষ্টা-সৃষ্টির বন্দনায় মুখর হওয়া
বেঁচে থাকা জীবন স্রষ্টার নিকট নিজেকে সঁপে দেওয়া।

দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহের আলোচিত সংবাদ

চীনে থাকা বাংলাদেশিদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ

করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যে চীনে অবস্থান করা বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে যারা দেশে ফিরতে ইচ্ছুক তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ২৭ জানুয়ারি, সোমবার সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম এক ফেসবুক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন। শাহরিয়ার আলম জানান, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিক যারা চীন থেকে ফিরতে চাইবেন তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা চীন সরকারের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছি। কি প্রক্রিয়ায় এটি করা হবে তা বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সম্মতির ভিত্তিতে করা হবে। আমাদের দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

ঢাকা সিটি নির্বাচনে ১২৯ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের ভোটের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার জন্য প্রশাসন ক্যাডারের ১২৯ কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৬ জানুয়ারি, রবিবার এক প্রজ্ঞাপনে জানিয়েছে, তাদেরকে ৩০ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ২৯ জানুয়ারি ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যোগ দিতে বলা হয়েছে। ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয়তার নিরীখে তাদের দায়িত্ব বণ্টন করবেন বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি বিকেল ৩টায় শিল্পকলা একাডেমিতে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্রিফিংয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ওই ব্রিফিংয়ে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত থাকবেন। এবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ১ হাজার ৩১৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোটকক্ষ থাকছে ৭ হাজার ৮৫০টি। ভোটার ৩০ লাখ ৯ হাজার।

১০৫ নম্বরে এসএমএস করলেই ভোটের তথ্য

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর দিয়ে ১০৫ নম্বরে এসএমএস করলে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ভোটের তথ্য জানা যাবে। ইসি সূত্র জানায়, যে কোনো মোবাইল নম্বর থেকে ইংরেজিতে পিসি লিখে স্পেস এনআইডি নম্বর (স্মার্ট কার্ডের ১০ ডিজিট অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের ১৭ ডিজিট) লিখে ১০৫ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরতি এসএমএস'র মাধ্যমে নাম, ভোটকেন্দ্র, ভোটার নম্বর ও ক্রমিক নম্বর জানা যাবে। তবে কারও ১৩ ডিজিটের এনআইডি নম্বর থাকলে শুরুতে জন্ম সাল যোগ করে ১৭ ডিজিট করে এসএমএস পাঠাতে হবে। অর্থাৎ মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে, চঈ লিখে NID number বসিয়ে ১০৫ নম্বরে পাঠাতে হবে।

১২ ঘণ্টার সম্প্রচারে যাচ্ছে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র

বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম ১২ ঘণ্টার সম্প্রচারে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী টেলিকন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ১২ ঘণ্টার সম্প্রচার এবং কর্ণফুলী শেখ রাসেল পানি শোধানাগার প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এরই মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন। জানা যায়, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় যাত্রা হয় বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের। শুরুতে ১ ঘণ্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার হতো। তা পর্যায়ক্রমে ৬ ঘণ্টায় উন্নীত হয়। একই সাথে একই সঙ্গে ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ক্যাবল টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করে। এখন সারাদেশে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দেখা যায়।

ভ্রমণ কর পরিশোধ করা যাবে অনলাইনে

বিদেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে এতদিন ভ্রমণ কর ব্যাংকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি পরিশোধ করা হতো। এ জন্য মানুষকে দীর্ঘসময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়াও হয়রানির শিকার হতে হতো। এই কর আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে (বিশেষত স্থলপথ ও জলপথে) অনলাইনে ভ্রমণ কর আদায় ব্যবস্থা চালু করছে এনবিআর। এ জন্য সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হবে সর্বোচ্চ ১০ টাকা। ২৫ জানুয়ারি, শনিবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর এবং দর্শনা ও খুলনার ভোমরা ভ্যাট কমিশনারেট অফিসের এটি চালু করা হয়েছে। শিগগিরই দেশের অন্যান্য স্থল ও নৌ বন্দরে এ কার্যক্রম চালু করা হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় এ কার্যক্রমে ভ্রমণ কর আদায়ের ব্যবস্থাটি দেখভাল করবে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক। সব ব্যাংকের ডেবিট, ক্রেডিট বা প্রি পেইড কার্ড ছাড়াও বিকাশ, রকেট ও ইউ ক্যাশসহ মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে যে কোন জায়গা থেকে কর পরিশোধ করা যাবে। এছাড়া সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখার মাধ্যমেও এ অর্থ পরিশোধ করা যাবে।

বর্তমানে স্থল পথ ও জলপথে বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে ভ্রমণ কর যথাক্রমে ৫০০ ও ৮০০ টাকা। আর শিশুদের ক্ষেত্রে (৫ বছরের নিচে) তা অর্ধেক। অন্যদিকে বিমানে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার ক্ষেত্রে ভ্রমণ কর আড়াই হাজার টাকা, সার্কভুক্ত দেশগুলোতে ৮০০ টাকা ও অন্যান্য দেশে ১ হাজার ৮০০ টাকা। শিশুদের ক্ষেত্রে এই কর প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় অর্ধেক।

মিয়ানমারের মোবাইল নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে মিয়ানমারের মোবাইল নেটওয়ার্ক। কক্সবাজারে ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের প্রায় পুরো সুবিধাই ভোগ করছে। কক্সবাজার এলাকায় মিয়ানমারের একাধিক অপারেটরের সিমকার্ডও বিক্রি হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ অবস্থা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। সম্প্রতি টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির পর্যবেক্ষণে এ তথ্য ওঠে এসেছে। সূত্র জানায়, সম্প্রতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের শরণার্থীবিষয়ক সেল থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মিয়ানমারের মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে বলে জানানো হয়। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর সেখানে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে মিয়ানমারের বেতার তরঙ্গের কাভারেজ বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে ঢুকে পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় বিটিআরসি। এরপর সেখানে একটি কারিগরি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই তাদের সেখানে যাওয়ার কথা রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সর্বশেষ গত ২ জানুয়ারি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নেটওয়ার্ক কাভারেজ বন্ধ করতে মিয়ানমারকে বার্তা দেওয়া হয়েছে॥

উৎস : দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক ইত্তেফাক

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কার্ডিনালস্ কলেজের ডিন ও ভাইস-ডিন নির্বাচন পোপ মহোদয়ের অনুমোদন দান

গত শনিবার (২৫/০১/২০২০) ভাতিকানের প্রেস অফিস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে, পোপ মহোদয় কার্ডিনালস কলেজের ডিন, ভাইস ও ডেপুটি ডিন নির্বাচন অনুমোদন করেছেন। বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয় যে, পোপ মহোদয় ১৮ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনকে অনুমোদন দেন। আগামী ৫ বছরের জন্য কার্ডিনালস্ কলেজের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মহামান্য কার্ডিনাল যোভান্নি বাতিস্তা রে এবং ভাইস ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মহামান্য কার্ডিনাল লিওনার্দো সান্দ্রি। কার্ডিনাল বাতিস্তা রে বিশপদের জন্য সংঘের এমেরিটাস প্রিফেক্ট এবং লাতিন আমেরিকার জন্য পোপীয় কমিশনের এমেরিটাস সভাপতি। তিনি ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইতালির ব্রেসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে যাজক হন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশপদের জন্য সংঘের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং এর দু'বছর পর সেক্রেটারী অফ স্টেটের সহকারী সচিব নিযুক্ত হন। যা তিনি ১১ বছর দক্ষতার সাথে পালন করেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে পোপ সাধু ২য় জন পল তাকে কার্ডিনাল পদে উন্নীত করেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে তিনি কার্ডিনালস্ কলেজের ভাইস-ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কার্ডিনাল ডিন হলেন সমান মর্যাদাসম্পন্নদের মধ্যে প্রধান। পোপ মহোদয়ের মৃত্যু বা অবসরের ঘটনায় কার্ডিনাল ডিন ভাতিকানে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তিনি অন্যান্য কার্ডিনালদের রোমে ডাকেন এবং কনক্লেভের পূর্ব পর্যন্ত কার্ডিনালদের সাধারণ সভাবেশে সভাপতিত্ব করেন। কার্ডিনাল ডিন যদি ৮০ বছর বয়সসীমার নিচে হন তাহলে কনক্লেভেও তিনি সভাপতিত্ব করেন।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনা

ইতোমধ্যে সারাবিশ্বে এক আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস। গত রবিবারে (২৬/০১) দূত সংবাদ প্রার্থনার পর সাধু পিতরের চত্বরে পোপ মহোদয় বলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অসুস্থদের কাছাকাছি যেতে আমি ইচ্ছা করি এবং তাদের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি। এরোগের কারণে যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ঈশ্বর যেন তাদেরকে অনন্ত শান্তি দান করেন, শোকার্ত পরিবারকে দেন সান্ত্বনা এবং চীনবাসীদের এই মহামারীরূপ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শক্তি দান করুক। উল্লেখ্য চীন থেকে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। প্রায় ২০০০জন এই ভাইরাসে

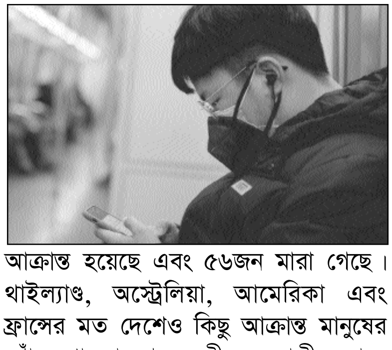

আক্রান্ত হয়েছে এবং ৫৬জন মারা গেছে। থাইল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের মত দেশেও কিছু আক্রান্ত মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে। চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার ও আক্রান্ত করার ক্ষমতা খুব বেশি। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে নিমোনিয়া হতে পারে, যা মৃত্যু ডেকে আনে।

পোপ মহোদয়ের নতুন ব্যক্তিগত সচিব ফাদার এমিলিউস

ঐশতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী উরুগুয়ের ফাদার গঞ্জালো এমিলিউস পোপ মহোদয়ের নতুন ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি আর্জেন্টিনার ফাদার পাদাক্কিওর'র স্থলাভিষিক্ত হবেন। ফাদার পাদাক্কিও ২০১৩ থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোপ মহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। পোপ ফ্রান্সিস ও ফাদার এমিলিউস পরস্পরকে চিনেন ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে, যখন কার্ডিনাল জর্জ মারিও বেরগোগ্লিও বুয়েনস আইরেস এর আর্চবিশপ ছিলেন। সেই সময়েই কার্ডিনাল বেরগোগ্লিও ফাদার এমিলিউসের পথশিশুদের নিয়ে কাজের কথা জানতে পারেন। ফাদার এমিলিউস ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মন্তেভিদিওতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ মে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। তিনি ইতোমধ্যেই অনেকের কাছে পরিচিত। কেননা তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে পোপ ফ্রান্সিস ১৭ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তার পোপীয় দায়িত্ব গ্রহণের দিন সকালে শুভেচ্ছা জানান এবং বাইরে অপেক্ষমান ভীষণ ভিড়ের মধ্য থেকে ডেকে আনেন। পোপ মহোদয় ফাদারকে চিনতে পারেন এবং তাকে আমন্ত্রণ জানান গির্জা পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দিতে, যে গির্জাতে তিনি পোপ নির্বাচনের পর প্রথম খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। খ্রিস্টযাগের পর পোপ ফ্রান্সিস সকলের সাথে ফাদার এমিলিউসকে পরিচয় করে দেন এবং সকলকে অনুরোধ করেন ফাদার এমিলিউস ও পথশিশুদের নিয়ে তার কাজের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করতে। ফাদার এমিলিউস ভাতিকানের ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত পত্রিকা (L'Osservatore Romano) তে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন, বিভিন্ন গুনকে সমন্বয় সাধন ও সেগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করার কার্ডিনাল বেরগোগ্লিও'র যে সক্ষমতা তা আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে। এই সক্ষমতা উপলব্ধি করাটা আমাকে আমার জীবনে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে। কার্ডিনাল আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, অন্যদের থেকে ভিন্ন হয়েও ব্যক্তির জন্য যা সবচেয়ে ভাল, তা গ্রহণ করতে এবং সকল মানুষের জন্য সেই ভালটা ভালমত ব্যবহার করতে।

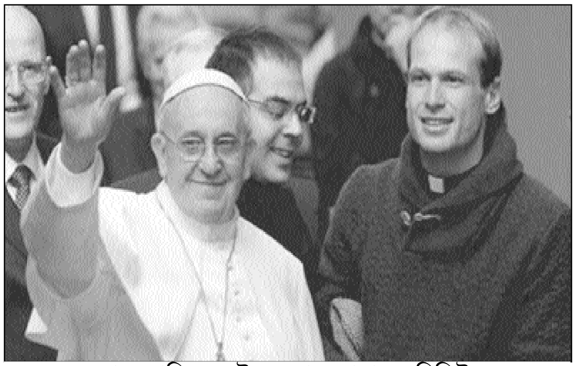

পোপ ফ্রান্সিস ও উরুগুয়োন ফাদার এমিলিউস

আনন্দহীন খ্রিস্টানেরা আনুষ্ঠানিকতার বন্দীজালে আবদ্ধ

২৮ জানুয়ারি রোজ মঙ্গলবার পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানের সান্তা মার্থায় সকালের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, খ্রিস্টানেরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও তাঁর নৈকট্য লাভের আনন্দময় অনুভূতি প্রকাশে লজ্জিত হবে না কিংবা দ্বিধাও করবে না। উদাহরণ টানতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন রাজা দাউদ ও সমগ্র ইস্রায়েলীয়দের সন্ধি মঞ্জুষার কাছাকাছি থাকা ও তা নিজেদের কাছে রাখার আনন্দ প্রকাশে তারা উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। তাই পুণ্যপিতা ঈশ্বরের নৈকট্য উদ্‌যাপন করার পরামর্শ দেন। ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন বলে ইস্রায়েলীয়রা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল আর দাউদও আনন্দ গানে তা প্রকাশ করেছিল। পোপ উল্লেখ করেন, আমরা আমাদের ধর্মপল্লী বা গ্রামে একই আনন্দের অনুভূতি অভিজ্ঞতা করতে পারি যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে থাকি। আনন্দ অন্যদের সাথে সহভাগিতার মধ্য দিয়ে আমরা মঙ্গলবাণী প্রচারের কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারি।

ফৈলজানা ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র নেংড়ী গ্রামের প্রতিপালক ধন্য বাসিল মরো'র পর্ব পালন

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ▮ বিগত ২০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ সোমবার, ফৈলজানা ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র নেংড়ী গ্রামের প্রতিপালক ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো'র পর্ব পালন করা হয়। এ পর্বোপলক্ষে বিশেষ প্রস্তুতি হিসেবে খ্রিস্টভক্তগণ নয় দিনের নভেনা প্রার্থনা করেন। পর্বদিনের খ্রিস্টযাগের শুরুতে ধন্য

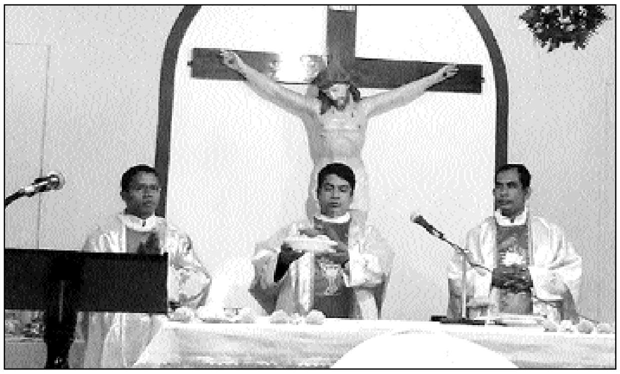

বাসিল মরো'র প্রতিকৃতি বহন করে গির্জায় স্থাপন করা হয়। অতঃপর নব অভিষিক্ত যাজক কাউন্ট রোজভেল্ট রোজারিও সিএসসি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ধূপারতির মধ্য দিয়ে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করেন। উপদেশে ফৈলজানা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি বলেন, "ধন্য বাসিল মরো পরিবারের আদলেই পবিত্র ক্রুশ সংঘ স্থাপন করেছিলেন। তাই এ সংঘের সভ্য-সভ্যাগণ সেই আদর্শেই জীবনযাপন ও সেবাকাজ করছেন। তাদের আত্মত্যাগে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলী এবং আমরাও তাদের সেবাকাজের সুফল লাভ করছি। তাই আমাদেরকেও মণ্ডলী ও অন্যদের জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হবে, বিশেষ করে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে খ্রিস্টের সেবাকর্মী হতে উৎসাহ দিতে হবে।" খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার এ্যাপোলো সকলের সহাযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে, আশীর্বাদিত মিষ্টি ও বিস্কুট সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়॥

খ্রিস্টান লেখক ফোরামে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা ▮ ১৪ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিটের বি কে গুড

কনফারেন্স হলে আমেরিকা প্রবাসী লেখক ডেভিড স্বপন রোজারিও রচিত 'অল্প স্বল্প গল্প কথা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম আয়োজিত অনুষ্ঠানে লেখক ফোরামের সভাপতি ভিনসেন্ট খোকন কোড়ায়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমবায়ী ও এনজিও ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন শিক্ষক এবং লেখক সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সেক্রেটারি হেমন্ত আই কোড়াইয়া, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের প্রাক্তন সভাপতি আমেরিকা প্রবাসী বিপুল এলিট গনছালভেস, বিশিষ্ট লেখক ও সাপ্তাহিক শিখা অনির্বাণের সম্পাদক চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু, ডা. ফ্রান্সিস রোজারিও ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও 'অল্প স্বল্প গল্প কথা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় তিনি বলেন, লেখকরা সমাজের বিবেক। খ্রিস্টান লেখকদের আরো বেশি করে বই প্রকাশে উদ্যোগী হওয়া দরকার। তিনি লেখকদের সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরার আহ্বান জানান। ভাল কাজের প্রশংসা করতে বলেন, বই প্রকাশ করার জন্য তিনি ডেভিড স্বপন রোজারিওকে অভিনন্দন জানান।

পংকজ গিলবার্ট কস্তা বলেন, যে কোনো ভালো কাজের পাশে ঢাকা ক্রেডিট থাকবে। তিনি লেখক ফোরামকে বড় পরিসরে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে পাঁচজন লেখককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন লেখক নিধন ডি'রোজারিও (মরোনোত্তর), কবি মতেন্দ্র মানখিন, সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ, ডেভিড স্বপন রোজারিও ও সুবাস সেলেস্টিন রোজারিও। লেখক নিধন ডি'রোজারিওর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা শিবা রোজারিও ও লেখক ডেভিড স্বপন রোজারিওর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন সিস্টার কার্মেল রিবেরু আরএনডিএম।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন লেখক ফোরামের ভাইস-প্রেসিডেন্ট দিপালী এম গমেজ ও সহকারী সেক্রেটারি উইলিয়াম রনি গমেজ। সবশেষে, লেখক ফোরামের সেক্রেটারি সুমন কোড়াইয়ার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

মিরপুর ধর্মপল্লীতে বরণ, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

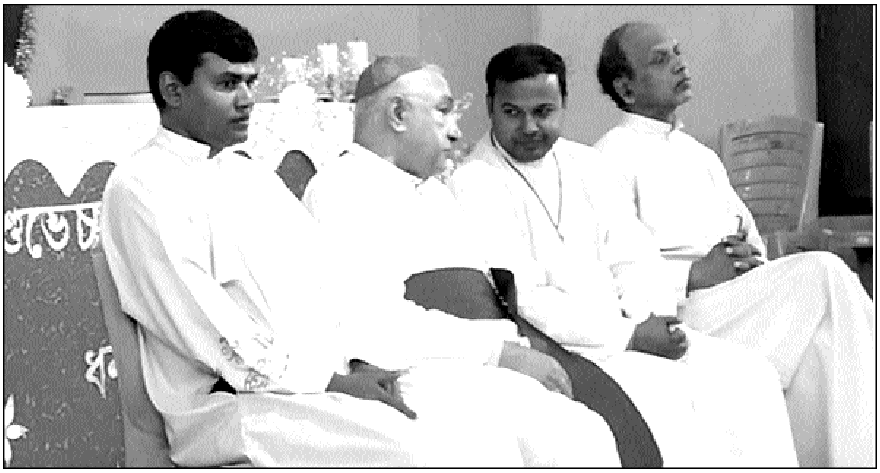

সিস্টার সিসিলিয়া ওএসএল ▌প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী, মিরপুর-২, ১৯ জানুয়ারি, রবিবার ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মিরপুর ধর্মপল্লীর নতুন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার কাকন লুক কোড়াইয়াকে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। সেই সাথে ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তাকে মিরপুরবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৫:৩০মিনিটে। এতে উপস্থিত ছিলেন ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরীসহ ৯জন যাজক ও ৮০০ খ্রিস্টভক্ত। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী। প্রথমে মিরপুর ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য এবং দিনের তাৎপর্য সম্পর্কে তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগে পোপের প্রতিনিধি পোপের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং তিনি মঙ্গলবাণীর আলোকে সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, সবার মধ্যে বিভিন্ন দান রয়েছে। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ দশ বছরের জন্যে সিলেট ধর্মপ্রদেশে ২জন করে যাজক প্রেরণ করবেন পালকীয় সেবাকাজের জন্যে। সেই ধারাবাহিকতায় ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সিলেটে যাচ্ছেন মিশনারী হয়ে বাণীপ্রচারের জন্যে। এটা একটা ভাল দিক। তিনি আরও বলেন- আমরা যে বিশ্বাস লাভ করেছি তা যেন টিকিয়ে রাখি। বিশ্বাসের পথে যেন যাত্রা করি।

খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার প্রশান্ত রিবেরু ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। খ্রিস্টযাগের পর বরণ ও ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নবাগত ফাদার কাকন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ফাদার রনাল্ড কস্তা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন- সবাই তার জন্যে উপহারস্বরূপ ছিলেন। তিনি মিরপুর ধর্মপল্লীতে থেকে যাজকীয় জীবনে যে আনন্দ রয়েছে তা পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরুর সান্নিধ্যে থেকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি আরও বলেন-ফাদার প্রশান্ত'র মধ্যে একটি পিতৃত্বের হৃদয় রয়েছে। যার মধ্যে অনেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং করছে। পরে ফাদার প্রশান্ত ফাদার রনাল্ড কস্তাকে সুন্দর পালকীয় কাজের জন্যে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন-ফাদারের কঠোর পরিশ্রম করার মনোভাব এবং স্বচ্ছতার প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, 'আমরা একত্রে সহভাগিতার মধ্য দিয়ে সুন্দর পালকীয় কাজ করেছি। তার মধ্যে আমি কোন বিষয়ে আসক্তি দেখিনি। আমি তার নতুন ধর্মপ্রদেশের যাত্রার শুভ কামনা করেন।' পরিশেষে উপহার গান নৃত্য ও পালকীয় পরিষদের সভাপতি এলবার্ট সরকার এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান রাত ৮টায় সমাপ্ত হয়॥

বনপাড়া ধর্মপল্লীতে যাজকীয় জীবনের গৌরবময় রজত জয়ন্তী

জেমস জয়ন্ত গমেজ ▌গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ফাদার প্রশান্ত লরেন্স গমেজ এর যাজকীয় জীবনের গৌরবময় রজত জয়ন্তী মহোৎসব পালিত হয়। ১৬ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় তার নিজ বাড়িতে বনপাড়া মিশন অধীনস্থ বাঙালির কৃষ্টি অনুসারে মঙ্গলানুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। নিজ বাড়ি হতে কীর্তন ও নাচ এবং শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে নিজ ধর্মপল্লী বনপাড়া গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। ৬টায় ফাদারের যাজকীয় জীবনের ২৫ বছর পূর্তিতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তার মহিমার প্রশংসার উদ্দেশে আরাধনার আয়োজন করা হয়। তাতে বহু ভক্তজনগণ প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। আরাধনা শেষে নিজ বাড়িতে আসলে মাল্যদান, গান করে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলানুষ্ঠান আসলে গায়ে হলুদ ও প্রার্থনা। ১৭ই জানুয়ারি সকাল ৯টায় রজত জয়ন্তীর মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার প্রশান্ত গমেজ। রজত জয়ন্তীর ২৫টি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় খ্রিস্টযাগ। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার লিবিও প্রেতে (পিমে) যিনি জুবলী পালনকারী ফাদারের উদ্দেশে উপদেশ রাখেন। সঙ্গে সহায়তা করেন বনপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু। অনুষ্ঠানে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার-সিস্টারগণ ছাড়াও দিনাজপুর হতে আগত ফাদার-সিস্টারগণও উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযোগের পর ফাদার প্রশান্ত গমেজ এর সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সবাইকে মাল্যদানে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার বিকাশ রিবেরু, বড়পাড়া গ্রামের সভাপতি ক্লেমেন্ট কস্তা, স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গৌরপদ মন্ডল, ফাদার লিবিও প্রেতে (পিমে), কারিতাস রাজশাহীর আঞ্চলিক পরিচালক সুক্রেশ কস্তা, বনপাড়া স্কুল ও কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার শংকর গমেজ, এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রাক্তন শিক্ষক গাব্রিয়েল কস্তা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বনপাড়া স্কুল ও কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল বেনেডিক্ট গমেজ, সেমিনারীর পরিচালক ফাদার প্রেমু রোজারিও- সর্বশেষে জুবিলী পালনকারী ফাদার প্রশান্ত গমেজ ধন্যবাদমূলক বক্তব্য রাখেন এবং জীবন স্মৃতিচারণ করেন। সংবর্ধনা শেষে প্যারিশ প্রাঙ্গনে এক প্রীতিভোজের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

লক্ষ্মীবাজার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুলে মাদার ইউফ্রেজি ডে উদ্‌যাপন

থিওটোনিয়াস রিন্টু গমেজ ▮ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গত ১৮ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুল এ- কলেজে মাদার ইউফ্রেজি ডে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব ও গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। দিনের শুরুতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তিনি উপদেশে নারী শিক্ষা এবং অনাথ শিশুদের সেবায় মাদার ইউফ্রেজির অবদানের কথা তুলে ধরেন।

এরপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উক্ত দিবস উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সিস্টার মেরি পালমা আরএনডিএম মাদার ইউফ্রেজি বারবিয়ের জীবনস্মৃতি সবার কাছে তুলে ধরেন। পরে শিক্ষিকা রুনিয়া তেরেজা রোজারিও মাদারের জীবন কাহিনী সবাইকে পড়ে শোনান। আলোচনা শেষে মেয়েদের নৃত্য ও গানের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গ্রাম-বাংলার রকমারী পিঠা নিয়ে আয়োজন করা হয় পিঠা উৎসব। এই উৎসবে প্রায় ৪০টি স্টল সাজানো হয়। পরিশেষে, প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ ঈশ্বরকে ও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

রমনায় যাজকীয় জীবনে রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল ▮ বিগত ১০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সেন্ট মেরীস্ ক্যাথিড্রাল, রমনা এর ভক্তজনগণের উদ্যোগে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ এর যাজকীয় জীবনে রজত জয়ন্তী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ফাদারের মঙ্গল কামনায় আগের দিন সন্ধ্যায় মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রথমে ছিল পবিত্র ঘন্টা এবং পরে মঙ্গল আশীর্বাদ অনুষ্ঠান। পরের দিন ছিল রজত জয়ন্তী পালনকারী যাজকের প্রধান পৌরহিত্যে বিশেষ খ্রিস্টযাগ। এতে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ, সিএসসি সহ ১৯ জন যাজক, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিস্টার এবং ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর ভক্তজনগণসহ ঢাকার বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ফাদার তার যাজকীয় জীবনে দীর্ঘ পঁচিশ বছরে ঈশ্বরের নানা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পঁচিশটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার কমল কোড়াইয়া উল্লেখ করেন যে, ফাদার বিমলের যাজকাভিষেকর পরের দিন ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগে উপদেশ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর তার যাজকীয় জীবনে রজত জয়ন্তীর খ্রিস্টযাগে আবারও উপদেশ দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। একজন সহজ, সরল এবং সদা হাস্যোজ্জ্বল ও রোগীদের প্রতি বিশেষ অনুরাগী যাজক হিসাবে তিনি ফাদার বিমলের জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগের পর কার্ডিনাল মহোদয় ফাদার বিমলকে বিশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপর ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফাদারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং শেষে সবাই দুপুরের প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত ২৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ফাদারের নিজ ধর্মপল্লী তুমিলিয়াতে এই জুবিলী পালন করা হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে ১জন বিশপসহ উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক যাজক, সিস্টার এবং ভক্তজনগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফাদারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং পরে ফাদারের নিজ গ্রাম বাঙ্গালহাওলায় নিজ বাড়ীতে সকলে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করে। ঐদিন বিকালে গ্রামের কৃতিসন্তান হিসাবে রজত জুবিলী পালনকারী ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ এবং সিস্টার মেরী জয়া এসএমআরএ কে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়॥

মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর ভাসানিয়াতে ব্রতীয় জীবনের ২৫ বৎসরের রজত জয়ন্তী উৎসব পালন

স্ট্যানিসলাস সোহেল রোজারিও ▮ গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অর্ন্তগত ভাওয়াল এলাকার মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর ভাসানিয়া কড়ি'র বাড়ীতে সিস্টার মেরী বেনেডিক্টা, এসএমআরএ ব্রতীয় জীবনের ২৫ বৎসরের রজত জয়ন্তী পালন করেন। জুবিলী অনুষ্ঠানে প্রধান পৌরহিত্য করেন কড়ি বংশধর এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার সমর ক্রুশ, ফাদার সুশীল লুইস পেরেরা, ফাদার আলবিন গমেজ, ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, ফাদার এলিয়াস পালমা, ফাদার সুশান্ত ডি'কস্তা, ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা, ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ও ফাদার সেন্টু কস্তা। উক্ত ধন্যবাদ ও প্রশংসার খ্রিস্টযাগে ৪জন ব্রাদার এবং প্রায় ৫০জন সিস্টারসহ ৫০০ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

দিনের শুরুতে ভাসানিয়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার উপাসনালয় চত্বর থেকে বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং সিস্টার মেরী বেনেডিক্টাকে বরণ মালা পরিয়ে নিজ বাড়ী পর্যন্ত যিশু খ্রিস্ট কীর্তন গান করে আনন্দ শোভাযাত্রা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। এরপর খ্রিস্টযাগ, স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উপহার আদান-প্রদান এবং জাদু প্রদর্শনী সহ প্রীতি মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে জুবিলীর আনন্দ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

যে সব বিশেষ বিশেষ দিবসে *‘সাপ্তাহিক প্রতিবেশী’তে* আপনি লিখতে পারবেন

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের দিবসসমূহ

১৩ ফেব্রুয়ারি	১ ফাল্গুণ
১৪ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৪ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
মে মাসের ২য় রোববার	মা দিবস
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে	ঈদ-উল-ফিতর
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
জুনের ৩য় সোমবার	বাবা দিবস
জুলাইয়ের ১ম শনিবার	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
২ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১১ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
১৫ আগস্ট	বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী/জাতীয় শোক দিবস
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার	বিশ্ব শিশু দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
২৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননী কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তিদিবস
৭ জানুয়ারি	প্রভুর যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারীয়ার পর্ব,
২৬ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১১ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেলের মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
৫ এপ্রিল	তালপত্র রবিবার
৯ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১০ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
১২ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১৯ এপ্রিল	ঐশ করুণার পর্ব
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
৩ মে	বিশ্ব আহ্বান দিবস
২১ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
৩১ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৭ জুন	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৩ জুন	পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্ব
১৪ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ রক্তের মহাপর্ব
১৯ জুন	পবিত্র যিশুর হৃদয়, মহাপর্ব
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২৯ আগস্ট	দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজার মৃত্যুবার্ষিকী
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষক দূতের মহাপর্ব
৪ অক্টোবর	আসিসি’র সাধু ফ্রান্সিস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
১৫ নভেম্বর	বিশ্ব দরিদ্র দিবস
২২ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৯ ডিসেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
৩০ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

***বি:দ্র:** মুজিববর্ষ ও আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে। নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কেননা, “সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর” বিশেষ সংখ্যাটি এক সপ্তাহ পূর্বে ছাপা হয়।*

পাওয়া যাচ্ছে ! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির নতুন রকমের আকর্ষনীয় বিশাল সম্ভার।

* রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি
* পানপাত্র
* আকর্ষনীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা
* এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই

আপনাদের পরিবারে খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

তাহলে আর দেরী কেন আজই চলে আসুন আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	**প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)**	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ	হলি রোজারি চার্চ	সিবিসিবি সেন্টার	নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০	তেজগাঁও, ঢাকা	২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	তেজগাঁও, ঢাকা
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫			

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

- : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : -

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	.... ৩০০ টাকা
ভারত	......................................ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	......................................ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	.... ইউএস ডলার ৬৫

BOOK POST

মনিপুরীপাড়ায় রেডি অফিস স্পেস ভাড়া চলছে।

খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান (এনজিও, মিশনারিজ ও সমবায় সমিতির শাখা অফিস) -এর জন্য

আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে।

সোসাইটির স্থায়ী কার্যালয়, **আর্চবিশপ মাইকেল ভবন**, মনিপুরীপাড়া ১নং গেইট সংলগ্ন হোল্ডিং নং ১১৬ অভিজাত এলাকায় ৫ম তলায় আনুমানিক ৩৫০০ বর্গফুট আয়তন ভাড়া দেওয়া হবে।

- ★ ভবনের চারিদিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো বাতাস এর ব্যবস্থা রয়েছে
- ★ সার্বক্ষনিক গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, লিফট, জেনারেটর ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে
- ★ শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা রয়েছে।
- ★ অগ্রীম ও ভাড়া আলোচনা স্বাপেক্ষে।
- ★ আগ্রহীদের নিম্নে ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Church Community Center, 9 Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka - 1215, Bangladesh
Phone - 88 02 9113841, 88 02 9117661, 8801795533333, E-mail - info@mcchsl.org, Website - www.mcchsl.org

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org